CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-19 ■ 24 October, 2025 ■ আগরতলা ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ৬ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধলাইজেলার শান্তিরবাজারে ধবংসলীলা বনধ সমর্থকদের

বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, দোকানে লুটপাট, আহত প্রশাসনিক আধিকারিক সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, ১৬৩ ধারা জারি

কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে গুলি, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর ।। তিপ্রা সিভিল সোসাইটির ডাকা ২৪ ঘন্টার বন্ধের জেরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ধলাইজেলার শান্তিরবাজার। বিভিন্ন বাড়ির ঘরে আগুনে সংযোগ সহ বাজারে ভাঙচুর চালায় দুষৃকতিকারীরা। তারা প্রত্যেকেই তিপ্রা মথা সমর্থক বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনায় আহত হয়েছেন সালেমার বিডিও অভিজিৎ চৌধুরী, কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং ব্যবসায়ী বিপ্লব দেব সহ অনেকেই। তারা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এক দমকল কর্মীর চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাঁকে জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন বিএনএসএস ১৬৩ ধারা জারি করেছে। তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে গুলি ছুড়েছে।

বনধের মধ্যেও দোকানপাট সহ বাজার খোলা রাখার অপরাধেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বাজারে প্রবেশ করে বনধ সমর্থনকারীরা হুমকি ধমকি দিতে থাকলে এগিয়ে আসেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। তারা ঘটনার প্রতিবাদ জানান। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর চড়াও হন বনধ সমর্থনকারীরা। মুহূর্তেই বনধ সমর্থনকারীরা গোটা বাজারটি ঘিরে ফেলে দোকানে লুটপাট চালায়। একাধিক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এমনকি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমুদ্র দেববর্মা-র মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সালেমার বিডিও অভিজিৎ চৌধুরীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তাঁর মাথায়ও আঘাত লাগে, তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতিকারীদের হামলার সামনে পুলিশ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের তরফে। জানা যায়, দুষ্কৃতিকারীরা ধবংসলীলা চালালেও তাদের আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। রাতে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন ধলাই জেলা পুলিশ সুপার। তাঁর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামিতে বিজেপির শক্তিকেন্দ্রে হামলা, আহত বহু কর্মী সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। মুঙ্গিয়াকামিতে বিজেপির শক্তিকেন্দ্রে হামলা। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে উত্তেজনা চরমে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও টি এস আর।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার সিভিল সোসাইটির ডাকা ২৪ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধ"কে ঘিরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে বনধটি পালিত হলেও, বিকেলে মুঙ্গিয়াকামি বাজারে ঘটে যায় এক বিতর্কিত অধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের বিজেপি মুঙ্গিয়াকামি শক্তিকেন্দ্রে হঠাৎ করেই অতর্কিত হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, সিভিল সোসাইটির বনধ সমর্থনকারী কর্মীদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন তিপ্রা মথা সমর্থক এই হামলা চালায়। ঘটনায় অন্তত ২৫ থেকে ৩০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক আহত হন। আহতদের তড়িঘড়ি করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে এলাকাজুড়ে এখনও তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা যায়, আগামীকাল ২৪ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা মুঙ্গিয়াকামি বাজারের মাঠে এক জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই জনসভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপি কর্মীরা শক্তিকেন্দ্রে প্রস্তুতি সভা করছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল মাদার কমিটির অফিস সেক্রেটারি সুরেন্দ্র দেববর্মা সহ প্রায় ৪০ জন কর্মী-সমর্থক।অভিযোগ, সভা চলাকালীন সময়েই বনধ সমর্থন কারীরা জাতীয় সড়কের পাশে পিকেটিং করতে করতে হঠাৎই শক্তিকেন্দ্রে ঢুকে লাঠি, ইট-পাটকেল ও বাঁশ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টদের কায়দাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। কমিউনিস্টদের কায়দাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা চলছে। তবে তারা যদি মনে করেন এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে পার পেয়ে যাবেন তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আজ টাকারজলায় মন্ডল কার্যালয়ে উদ্বোধন এবং যোগদান সভায় যাবার পথে দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে জিবি হাসপাতালে গিয়ে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, মানুষ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। যোগদান সভায় যাওয়ার পথে যেভাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, আইনি পথে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গতকাল একজন ৭৫ বছরের বৃদ্ধার উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। কেউ হুজ্জতি বা গায়ের জোর দিয়ে রাজনীতি করলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে আজ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বনধে আংশিক প্রভাব রাজ্যে, দুপুরে প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবিতে অরাজনৈতিক মঞ্চ ও নাগরিক সমাজের ডাকা ২৪ ঘন্টার বনধের সর্মথনে রাজ্যে আংশিক প্রভাব পড়েছে। আজ সকাল থেকেই উত্তর গেইট, খোয়াই, আমবাসা, মাধববাড়ি, আশারামবাড়ি,বড়মুড়া বনধকে সফল করতে সর্মথনকারীরা পিকেটিং শুরু করেছেন। সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বনধকে সফল করতে উপসিত ছিলেন ধর্মঘটকারীরা। তাছাড়া, বিভিন্ন রেল লাইনেও পিকেটিং করেছে কর্মীরা। আজ সকাল ৫টা থেকে শুরু হয় পিকেটিং বনধ সমর্থকারীদের। দিনভর বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং করে বনধ সার্থক করার চেষ্টা করেছে অবরোধকারীরা। রাজধানীর উত্তর গেট এলাকায় সরকারি অফিস কর্মী থেকে শুরু করে চিকিৎসক প্রত্যেককে যাতায়াতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশের সামনেই গোটা ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার ভূমিকা গ্রহণ করে। অবরোধকারীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে যাত্রার অভিমুখ বদলাতে হয় নিত্যযাত্রীদের।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তিপ্রাসা কর্মী ও সমর্থকরা রাস্তায় নেমে বনধ সমর্থনে পিকেটিং করেন, তবুও সরকারি দফতরের কাজকর্মে কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। রাজধানী আগরতলার মহাকরণসহ রাজ্যের প্রায় সব সরকারি দফতরে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চলেছে। দপ্তরগুলিতে কর্মচারীদের উপস্থিতিও ছিল প্রায় শতভাগ। সরকার আগেই জানিয়েছিল যে, বনধ চলাকালীন সমস্ত সরকারি ও সরকার-স্বীকৃত অফিস স্বাভাবিক নিয়মেই খোলা থাকবে। সেই নির্দেশ মেনেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অফিসে কর্মীরা হাজির হন এবং নিয়মমাফিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

যদিও কিছু কিছু এলাকায় বনধ সমর্থকদের পিকেটিংয়ের কারণে অফিসে পৌঁছতে কিছুটা ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে কর্মচারীদের। বিভিন্ন স্থানে বনধ সমর্থকেরা অফিসগামীদের রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়ায় অনেক কর্মীকে বিকল্প রাস্তায় ঘুরে আসতে হয়। তবে কোনও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

রাজ্যের প্রায় ৪৫টি স্থানে বনধের সমর্থনে পিকেটিং চলেছে বলে জানা গেছে। তবে শহরাঞ্চলে কয়েকটি জায়গা ছাড়া বনধের প্রভাব ছিলনা বললেও চলে। রাজধানীর গোর্খাবস্তি এলাকার বিভিন্ন দপ্তরসহ মহাকরণের কাজকর্মও ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বাজার, হাসপাতাল ও পরিবহণ পরিষেবাও সকাল থেকেই প্রায় সচল ছিল।

আজ সকাল থেকেই ধর্মনগর—আগরতলা রেলপথের বিভিন্ন স্থানে পিকেটারদের অবরোধের জেরে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে ট্রেন পরিষেবায়। সকাল প্রায় ৭টা ২৫ মিনিট থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধের কারণে একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল, সংক্ষিপ্ত রুটে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর—পূর্ব সীমান্ত রেল।

রেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করা নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেগুলো হল, ট্রেন নং ৫৫৬৭৬ (ধর্মনগর—আগরতলা প্যাসেঞ্জার) : এই ট্রেনটি আমবাসা পর্যন্ত চলবে এবং আমবাসা থেকে আগরতলা পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেন নং ১৫৬৬৪ (শিলচর—আগরতলা এক্সপ্রেস): করিমগঞ্জ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বনধের আড়ালে পুনরায় বন্দুক তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি প্রাক্তন বৈরী নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। অরাজনৈতিক মঞ্চের ডাকা ২৪ ঘন্টার বনধকে ঘিরে উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বড়মুড়ায়। আজ সকাল থেকেই বনধকে সফল করতে সর্মথনকারীরা পিকেটিং শুরু করেছেন। সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বনধকে সফল করতে উপসিত ছিলেন ধর্মঘটকারীরা। তাদের হুঁশিয়ারী, বিজেপি সরকার জনজাতিদের কোন প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। সরকার আবারো তাদের বাধ্য করছে পুনরায় ১৯৮০ সালের মতো হাতে বন্দুক তুলে নিতে।

এদিকে, বনধের প্রভাবে বড়মুড়া পাহাড়ে আটকে দেওয়া হলো তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স। ফলে পুনরায় জিবিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয় অ্যাম্বুলেন্স। আন্দোলনকারীদের বিরুংদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। রেলপথ ও সড়কপথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ধর্মঘটকারীরা। সম্পূর্ণ ঘটনা পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করছে।এদিকে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন বৈরী নেতা চিত্ত দেববর্মা বলেন, একসময় রাজ্যের ভূমিপুত্ররা নিজেদের অধিকারের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। একবার ত্রিপুরা সরকার জানতে চায় না তারা কেন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র সরকার এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর জঙ্গি গোষ্ঠীকে আত্মসর্মপণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আাসার আবেদন জানিয়েছে। তারা কেন্দ্র সরকারের কথায় অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু ২ বছর অতিক্রম করলেও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না বিজেপি সরকার। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকার কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করছে না। বিজেপি সরকার আবার আমাদের বাধ্য করছে পুনরায় ১৯৮০ সালের মতো হাতে বন্দুক তুলে নিতে।

জিতেন্দ্রকে তুলোধুনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। *বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এই বনধকে অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বৈরী নেতা বলেন, জিতেন্দ্র চৌধুরী রাজনৈতিক ব্যবসা করেন। টাউনহলের নাম পরিবর্তন করায় বিরোধী দলনেতা ঐতিহ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। কিন্তু বাম আমলে জ্যাকসন গেট ভাঙ্গা হয়েছে, আস্তাবল মাঠ বিবেকানন্দ ময়দানে পরিণত হয়েছে, রাজবাড়ীর সামনে ক্ষুদিরামের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বাম আমলে এই ঘটনাগুলো ঘটলেও বিরোধী দলনেতা তখন রাজ্যের ঐতিহ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নিজের করা ভুলগুলি বামেরা দেখেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। মোট ৩৫ বছর শাসনে ছিল বাম সরকার, তারপরেও এখনো রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষকে পানীয় জলের জন্য কলসি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করতে হচ্ছে। বাম আমলের শাসন ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন বৈরী নেতা। তাঁর কথায়, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ভারতবর্ষের* ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ও মথার মিলিঝুলি বনধ-র আড়ালে তীব্র চক্রান্ত লুকিয়ে আছে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। জনজাতিদের সঙ্গে বড় ধরণের প্রতারণা করছে কেন্দ্র ও বিজেপি সরকার। এই বনধ বিজেপি ও মথার মিলিঝুলি বনধ। এই বনধের আড়ালে তীব্র চক্রান্ত লুকিয়ে আছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন সুদীপবাবু বলেন, দুই বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত পূরণ করেনি। দিল্লিতে জনজাতিদের অধিকার আদায়ের জন্য না সংসদে, না সংসদের বাইরে কোনো আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। তাহলে ত্রিপুরায় বনধ ডেকে কী লাভ হবে?, প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, শাসক জোটের শরিক হয়েও সুবিধা ভোগ করে এখন বনধ ডাকছে তিপরা মথা যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দ্বিচারিতা। তাঁর কথায়, এই বনধের আড়ালে তীব্র চক্রান্ত লুকিয়ে আছে। এডিসি নির্বাচনে লাভ তুলতেই তিপরা মথা ও বিজেপি মিলে জনজাতি সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

বিধায়ক আরও বলেন, সামনেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। তাঁদের হাতে কোনো নতুন ইস্যু নেই। তাই বনধের নামে জনজাতিদের ভুল পথে চালিত করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে তিপরা মথা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সিভিল সোসাইটির বনধকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছে রাজ্যের প্রশাসন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। সিভিল সোসাইটির বনধকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছে রাজ্যের প্রশাসন। এমনটাই দাবি রাজ্যের বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছে এ ধরনের বনধকে সমর্থন করে না সরকার। যারা বনধ করবেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আজ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দপ্তরে যাননি। তাঁর দাবি, কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়া বেশির ভাগই এদিন অনুপস্থিত ছিলেন। দুপুর ১ টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী সহ বেশিরভাগ মন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। ফলে সিভিল সোসাইটির বনধকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছে রাজ্য প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, যেভাবে বনধের জেরে জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ট্রেনে শিশু থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী রয়েছেন। এভাবে জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিয়ে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তারা। এই বনধকে কর্মনাশা বন্ধ হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন বিরোধী দলনেতা।

আয়কর আইন বড় সংশোধন

১৫ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে নতুন ডিজিটাল মিডিয়া নীতিমালা

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ।। *কেন্দ্র সরকার তথ্য প্রযুক্তি আইন (আইটি অ্যাক্ট) ২০০০-এ বড় ধরনের সংশোধন করেছে এবং ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইনস ও ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড ২০২১-এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সংশোধিত বিধি ১৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। সরকারের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত অনলাইন কনটেন্টের ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।*

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইটি রুলস ২০২১-এর রুল ৩(১)(ডি) ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বনধে সরকারের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে নিন্দা আমরা বাঙালী-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। রাজ্যে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত ২৪ ঘন্টার বনধ নিয়ে মুখ খুলল "আমরা বাঙালী" সংগঠন। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বনধ চলাকালীন প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ও সরকারের দ্বিচারিতা আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

সংগঠনের পক্ষে বিবৃতিতে জানানো হয়, গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে পারে এবং প্রয়োজনে বনধও ডাকতে পারে সেটি ভারতের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যারা বর্তমানে রাজ্যে সরকারে শরিক, মন্ত্রী ও বিধায়ক পদে অধিষ্ঠিত, সেই দলের নেতাকর্মীরাই আজ বনধ ডাকছেন কেন?

"আমরা বাঙালী" দলের বক্তব্য অনুযায়ী, তিপ্রা মথা দলের পক্ষে সরাসরি বনধ না ডেকে সিভিল সোসাইটির নামে বকলমে বনধ ডাকা হয়েছে। তাও আবার ভাইফোঁটার দিন বনধের আহ্বান করা হওয়ায় সাধারণ মানুষের অসুবিধার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। সংগঠন দাবি করেছে, সরকারের চাপে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বন্ধের আগের দিন এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, সমস্ত সরকারি অফিস, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার বস্ত্র, চা ও রেশম শিল্পে জিএসটি হ্রাসে স্বস্তি, কমেছে খরচ, জোগান বাড়ছে বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। কেন্দ্র সরকার বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, জিএসটি হারে সাম্প্রতিক কাটছাঁটে ত্রিপুরার হ্যান্ডলুম, চা, রেশম উৎপাদন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে এবং এদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারে নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

সরকারি এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই কর হ্রাসের ফলে রীসা ও পাচরা-রিগনাই পোশাক থেকে শুরু করে 'ত্রিপুরা কুইন' আনারসজাত পণ্য এবং রেশম শিল্প পর্যন্ত একাধিক খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর মাধ্যমে আদিবাসী মহিলা, কারিগর ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছেন, পাশাপাশি মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি বৃদ্ধির পথও খুলে যাচ্ছে।

নতুন ব্যবস্থায় এখন সাধারণ কাপড়ে জিএসটি ৫ শতাংশ করা হয়েছে, এবং ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের সেলাই করা পোশাকগুলির করহার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে আনা হয়েছে।

এই সুবিধা জিআই-ট্যাগ প্রাপ্ত রীসা ও পাচরা-রিগনাই পোশাকগুলিতেও প্রযোজ্য হবে, ফলে রাজ্যের প্রায় ১.৩ লক্ষ হ্যান্ডলুম পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন। কর কমায় এই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ডের তদন্তে ধলেশ্বরে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি নারকোটিক শাখার নেতৃত্বে ধলেশ্বরের ১০ নম্বর দেবেন্দ্র রোডস্থিত ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী অরুণ ঘোষ-এর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

জানা গেছে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সৌভিক দে-র নেতৃত্বে এদিন এই অভিযান চালানো হয়েছে। যদিও এই অভিযান সম্পর্কে মুখ খুলেননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। জনৈক আধিকারিক জানিয়েছে, জিরানিয়ার ফেন্সি কান্ডের রেশ ধরে এদিনের এই অভিযান চালানো হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি আর কিছুই জানাননি।

সরকারি পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৪ অক্টোবর ২০২৫ইং
৬ কার্তিক, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অন্ধ কুসংস্কার: সামাজিক ব্যাধি

অন্ধ কুসংস্কার মানব সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির পরও আজও আমাদের সমাজে কুসংস্কারের শিকড় দৃঢ়ভাবে গাথিয়া রহিয়াছে। কুসংস্কার হইলো অন্ধবিশ্বাস, যাহা কোনো যুক্তি বা প্রমাণের ওপর নির্ভর না করিয়া, শুধুমাত্র প্রথা, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে।কুসংস্কার সমাজে অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। এটি মানুষকে যুক্তির আলো থেকে দূরে সরাইয়া নিয়া যায়, যাহার ফলে তাহারা সহজেই মিথ্যা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণায় আবদ্ধ হয়। প্রায়শই দেখা যায়, কুসংস্কারের কারণে মানুষ নিজেদের ক্ষতি ডাকিয়া আনে। এমনকি অনেক সময় জীবন পর্যন্ত হারাইতে হয়। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির পরও অনেক মানুষ এখনও জ্যোতিষশাস্ত্র বা গোপন বৈদ্যের ওপর নির্ভর করে, যাহার ফলে তাহারা সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়।

কুসংস্কার শুধু ব্যক্তিকে নয়, পুরো সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি মানুষকে যুক্তিহীন, অন্ধ ও অসচেতন করিয়া তোলে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং সামাজিক কুসংস্কার একে আরও গভীর করিয়া তোলে। বিশেষ করিয়া নারী ও শিশুরা এর প্রধান শিকার। নানা রকম ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা, যেমনঅমঙ্গল বিশ্বাস, কালো বিড়ালের উপস্থিতি, বা সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী নারীর বাড়ির বাইরে না যাওয়াএই ধরনের কুসংস্কার সমাজের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।তবে, কুসংস্কার দূর করিবার একমাত্র উপায় হইলো শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তি নির্ভর চিন্তা-ভাবনার চর্চা মানুষকে অন্ধ কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করিতে পারে। গণমাধ্যম, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচিত এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো, যাহাতে মানুষ কুসংস্কারের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং যুক্তিভিত্তিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে।

আমাদের সকলের উচিত কুসংস্কার মুক্ত একটি সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যেখানে প্রতিটি মানুষ যুক্তি, বিজ্ঞান ও সত্যের আলোকে নিজের জীবন পরিচালনা করিবে। কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাইলেই আমরা একটি সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও মানবিক সমাজের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।কুসংস্কার যে সামাজিক ব্যাধি, তাহা নিয়া কোনো সন্দেহ নাইই। এটি সমাজের গভীরে প্রোথিত এক বিশ্বাস, যাহা যুক্তি বা বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করিয়া তৈরি হয় না। অযৌক্তিক ভয় ও উদ্বেগ: কুসংস্কার মানুষকে অযৌক্তিক ভয় এবং উদ্বেগে ভোগায়। যেমনবিড়াল রাস্তা পার হলে অমঙ্গল হবে, বা কোনো নির্দিষ্ট দিনে কাজ শুরু করা যাবে নাএসব চিন্তা মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। বহু কুসংস্কারের ফলে মানুষজন অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, তুকতাক বা তথাকথিত ''তান্ত্রিক''-এর পেছনে অর্থ ব্যয় করে, যাহা তাহাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে তোলে।বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও আধুনিক জীবনধারা গ্রহণে কুসংস্কার একটি প্রধান বাধা। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিতে অনেক মানুষ দ্বিধা বোধ করে। কিছু কুসংস্কার নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, বর্ণ বা লিঙ্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রশ্রয় দেয়। যেমনডাইনি প্রথা বা মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে বারণ করা।চিকিৎসার বদলে ঝাড়ফুঁক বা কবচের ওপর ভরসা করলে রোগ আরও বাড়িয়া যাইতে পারে, যাহা সরাসরি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।এই ব্যাধি দূর করিতে প্রয়োজন শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক মনন ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসার, এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

বিশালগড়ে কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির সূচনা, কৃষি আধুনিকীকরণের পথে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ অক্টোবর: কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে), লটিয়াছড়া এবং রাজ্য কৃষি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় কৃষি মহকুমায় শুরু হয়েছে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীটপতঙ্গ ও রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম।

এই কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রে এক প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের জন্য সময়োপযোগী ও কার্যকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সবসময়ই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই ২৩ অক্টোবর বিশালগড় পৌর এলাকা ও আরডি ব্লকের বাইদ্যাদিঘি ও চন্দননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে আয়োজিত হয় এই ড্রোন প্রদর্শনী কর্মসূচি।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতশী দাস, সিপাহিজলার কৃষি উপ-পরিচালক ড. বিভাস কান্তি দে, কৃষি সুপারিনটেনডেন্ট হিমানীশ লস্কর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. শতভিষা সরকার, কৃষিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ড. জয় কুমার দে, কৃষি সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে প্রায় ৫০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। তারা ড্রোনের মাধ্যমে কীভাবে নির্দিষ্ট ও দক্ষভাবে কীটনাশক স্প্রে করা যায়, তা প্রত্যক্ষ করেন। বিশেষ করে খরার মতো প্রতিকূল অবস্থার পরে ধানক্ষেতে কীটপতঙ্গের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ড্রোন প্রযুক্তির কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা, কীটনাশক ব্যবহারে যথাযথতা নিশ্চিত করা এবং কৃষিক্ষেত্রে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমাধান প্রদান করা। ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাসায়নিকের পরিমাণ হ্রাস, শ্রমিকের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং সরাসরি কীটনাশকের সংস্পর্শ এড়িয়ে কৃষকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে ইম্ফল সেন্ট্রাল অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. অনুপম মিশ্রের নির্দেশনায়। এছাড়াও মেঘালয়ের উমিয়াম অঞ্চলের আইসিএআর-এটিএআরআই-এর পরিচালক ড. এ. কে. মোহান্তি, সিএইউ (আই)-এর সম্প্রসারণ শিক্ষা পরিচালক অধ্যাপক রঞ্জিত শর্মা, লেম্বুচেরার সিএইউ (আই)-এর ডিন অধ্যাপক অরুণ ভাই প্যাটেল এবং কেভিকে সিপাহিজলার সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. শতভিষা সরকার-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

দিনভর চলা এই প্রদর্শনীতে কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য, যা রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের প্রতি তাদের আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়।

জীবনানন্দ দাশকে মিথ্যা অপবাদে আজীবন ভুগতে হয়েছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

কবি যে শুধু তাঁর জীবনচরিতেই নয়, স্বকীয় কবিতাতেও বিরলপ্রায়, ক তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাতেই প্রকাশ করেছেন। সেখানে কবির নিন্দিত হয়েও নন্দিত, আবার নন্দিত হয়েও বিতর্কিত হওয়ার বহুমাত্রিক পরিচিতি উঠে আসতে পারে। শুধু তাই নয়, বিপুল জনপ্রিয়তা সেক্ষেত্রে যেমন বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানায়, আবার অজনপ্রিয়তাও কবিখ্যাতিকে প্রান্তিক করে তোলে না, বরং জনবিমুখতায় সমীহ আদায় করার অবকাশ মেলে। সেদিক থেকে বিশ শতকের আধুনিক কবিকূলে সবচেয়ে নিন্দিত হয়ে নন্দিত ও বিতর্কিত কবি জীবনানন্দ দাশ (১৭/ ০২/ ১৮৯৯-২২/১০/১৯৫৪)। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর অবিসংবাদিত পরিচিতি নানাভাবেই প্রকাশমুখর। সেখানে বিতর্ককে সঙ্গে নিয়েই তাঁর কবিজীবনের পথচলা। সেদিক থেকে তাঁর কবিতার প্রতি বিরূপতা শুধু তাঁর কবিসত্তায় বিমুখতা নেমে আসেনি, কবি-পরিচিতিকেও ব্রাত্য করে তুলেছিল। অথচ কাজি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রায় সমবয়সী জীবনানন্দ দাশের ভাগ্যে বিদ্রোহী কবির মতো জনপ্রিয়তার ছিটেফোঁটা জোটেনি। সেখানে সজনীকান্ত দাশের লেখনীর আঁচড়ে তাঁকে কাব্যজীবনে সূচনাপর্বেই শুধু মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়নি, দুর্বিষহ জীবনের শিকার হতে হয়েছে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য ''ঝরাপালক'' প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ (১৩৩৪-এর ১০ আশ্বিন)। প্রথম কাব্যেই পালকের মতো কবির পদবি ''দাশগুপ্ত''র ''গুপ্ত'' লুপ্ত হলেও তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়নি। পরে দু'একটি কবিতায় তা প্রকাশ্যে এসেছিল। অন্যদিকে পরের বছরেই সজনীকান্ত তাঁর ''শনিবারের চিঠি'র ''সংবাদ সাহিত্য'' বিভাগে অশালীন ভাষায় জীবনানন্দের একের পর এক কবিতার উল্লেখ করে অসংখ্য কবিতার বিরূপ সমালোচনায় মেতে ওঠেন। সেখানেই শেষ নয়। সেই বছরেই ১৯২২ থেকে করে আসা সিটি কলেজের অধ্যাপনার চাকরিটিও চলে যায়। সেখানে সজনীকান্ত দাসের বিরূপ সমালোচনার সূত্রে কবির চাকরি থেকে বরখাস্তের কারণ হিসাবে তাঁর কবিতায় অশ্লীলতার অভিযোগটি এঁটে বসে। অথচ জীবনানন্দ দাশের চাকরি চলে যাওয়ার মূলে ছিল সিটি কলেজের ছাত্রসংখ্যার কমে যাওয়াজনিত আর্থিক সংকট। রামমোহন রায় হস্টেলে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে কলেজে গোলমালের সূত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। সেই প্রেক্ষিতে কলেজের কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসাবে জীবনানন্দের চাকরিতে কোপ পড়ে। অন্যদিকে জীবনানন্দের যে-কবিতাটি সজনীকান্তের সমালোচনায় অশ্লীলতার অভিযোগটি প্রচার লাভকরে সেই ''ক্যাম্পে'' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ''পরিচয়'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আরও বছর তিনেক পরে (শ্রাবণ ১৩৩৮)। কবিতা প্রকাশ নিয়ে ''পরিচয়'' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেই বিতর্ক দেখা দেয়। জীবনানন্দের কাছে থেকে বিষ্ণু দে' পত্রিকাটিতে প্রকাশের জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই 'ক্যাম্পে'র বিরুদ্ধে সজনীকান্তের শনির দৃষ্টি পড়ে। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে ''শনিবারের চিঠিতে তাঁর সেই কলঙ্কিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেখানে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে সজনীকান্ত যেভাবে কবিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন, তা শুধু তাঁর কবিতাকেই বিমুখতার সামনে ঠেলে দেয়নি, কবি-পরিচিতিকেও ব্রাত্য করে তুলেছে। আবার যখন কবি প্রসিদ্ধিতে জীবনানন্দের মূল্যায়নের পরিসর ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে, তখনও তাঁর কবি-পরিচয় ছকবন্দি হয়ে পড়েছে। সেখানেও তাঁর কবিসত্তায় বিভ্রান্ত প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব। এজন্য তাঁকে ছকবন্দি মূল্যায়নে আবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যেও তাঁর পরিচয় অবমূল্যায়নের শিকার হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, জীবনানন্দের জনপ্রিয়তাও তাঁর কবিসত্তাকে বিতর্কের আধারে সীমাবদ্ধ করে তুলেছে। আসলে সমালোচনায় ছকবন্দি প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব এবং সবুজ। সেখানে ছকে ফেলে মূল্যায়নের প্রবণতা আপনাতেই প্রকাশমুখর। জীবনানন্দের কবি-পরিচিতিও সেই আবর্তে ছকবন্দি হয়ে পড়ে। তাঁর ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রমুখের মূল্যায়নে সেই ধারা লক্ষণীয়। সেই জীবনানন্দের কবি-পরিচিতিতে ''প্রকৃতির কবি'', ''নির্জনতার কবি'' থেকে রূপসী বাংলার কবি প্রভৃতি অভিধা আন্তরিক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সে-সব মূল্যায়ন কবির বহুমুখী বিস্তারকেই বিশেষত করার প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁর কবিমানসকেও একমুখী করে তুলেছে। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর বহুচর্চিত ''আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'' (প্রথম প্রকাশ ৯৫৮)-এ কবি জীবনানন্দ দাশের আলোচনার সূচনাবাক্যেই জানানো হয়েছে, ''এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ।'' তাঁর ''বিভ্রান্ত'' মনের পরিচয়ে কবিমানসের অস্তিত্ব-সংকটের কথা উঠে এসেছে। জীবনানন্দের সমসাময়িক কবিগণ নানাভাবে যেখানে কবিপ্রত্যয়কে খুঁজে পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কবিসত্তায় কোনোরূপ প্রত্যয়হীন নীলকণ্ঠ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমালোচক। সেদিক থেকে যুগের অস্থিরতায় বিমূঢ়তার অবকাশ থাকলেও কবিমানসের বিভ্রান্তির পরিচয় নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। নানাভাবে তাঁর কবিতায় কবিকে অভিহিত করার প্রবণতা বিষয়ে কবিও আত্মসচেতন ছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও তিনি 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র (১৯৫৪) কবিকথায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, ''প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য-কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে: সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয়।'' সেক্ষেত্রে পাঠক-সমালোচকের উপলব্ধি ও মীমাংসার তারতম্যকে স্বীকার করে নিয়েও তার সীমারেখা বিষয়েও কবির চেতাবনি উঠে এসেছে, ''একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের। সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।'' সেদিক থেকে সমালোচকদের ছকবন্দি জীবনানন্দ দাশই তাঁর পরিচয়ের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে যা কবিকথার মধ্যেই প্রতীয়মান। তাঁকে ''বিভ্রান্ত কবি'' বলে যেভাবে তাঁর সংবেদী কবিচিত্তকে দিশাহীনতায় অচল করে তোলা হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই কবির জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি তাতে সবুজ হয়ে উঠেছে। সেখানে কবি হিসাবে জীবনানন্দের অসাধারণ দৃঢ়তা, আত্মিক সত্তায় আজীবন অবিচল থাকার বিষয়গুলিই উপেক্ষার অন্তরালে থেকে গেছে। আপাত নীরবে থাকা স্বভাবলাজুক মাটিতে আনত দৃষ্টির আত্মমগ্ন কবির নৈঃশব্দতায় তাঁর প্রতি নেতিবাচক চেতনার বিস্তারের পথগুলি তাতে সুগম হয়ে ওঠে। অথচ প্রভাব (''ইম্প্রেশ'') বিস্তারের পথে না হেঁটে তাঁর প্রকাশের (''এক্সপ্রেস'') সততায় আজীবন আত্মনিষ্ঠ থাকার বিষয়টি বিস্ময়কর সমীহ আদায় করে চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহু নিন্দিত ''ক্যাম্পে'' কবিতাটিকে কবি কাব্যধারা থেকে বাতিল করেননি, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' (১৯৩৬)-তে সামিল করেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে অশ্লীলতার অভিযোগটিকেও আমল দেননি কবি। কবিতায় ঘাইহরিণী দিয়ে হরিণ ধরার ফাঁদ প্রসঙ্গে কবির সেই হরিণীকে ''হৃদয়ের বোন''-এর পরিচয়কে নিয়ে সজনীকান্তের অশ্লীল ব্যঙ্গবিদ্রূপে অতিষ্ঠ কবি লেখনীধারণও করেছিলেন। সেই প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবদ্দশায় স্বভাবসুলভভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় সেবিষয়ে কবির বক্তব্য প্রচার লাভ করেনি। পরবর্তীতে ''শতভিষা'' (১৩৮১) পত্রিকাতে। প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াটিতে জীবনানন্দের সুদৃঢ় কবিমনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে ''হৃদয়ের বোন''-এর ধারণার জন্য তিনি শেলীর ''Soul sister এর কাছে ঋণস্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, কবি ব্রাউনিং-এর Muteykeh কবিতায় ঘোটকীকে দিনের শিশু, রাতের স্ত্রী মনে করার মধ্যে বাংলার বিশুদ্ধচারীদের অব্যক্ত ভাবনা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ''ক্যাম্পে''র বিরূপ সমালোচনার তীব্রতা স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুকেই বিভ্রান্ত করেছিল। এজন্য জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে মূলত তাঁর দৌলতে সিটি কলেজে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়ার জন্য ''ক্যাম্পে''র অশ্লীলতার অভিযোগটি প্রচার লাভ করে যা সর্বৈব মিথ্যা। অন্যদিকে জীবনানন্দের কবিপ্রসিদ্ধি আন্তরিক হয়ে ওঠে ''বনলতা সেন'' (১৯৪২) কাব্য থেকে। বিশেষ করে কবির ''বনলতা সেন'' কবিতাটির জনপ্রিয়তা উল্লেখনীয়। এটি আবার তাঁর পরের কাব্য ''মহাপৃথিবী''র (১৯৪৪) সূচনা কবিতা। এরপর জীবনানন্দের জীবদ্দশায় একটিই কাব্য প্রকাশিত হয়, ''সাতটি তারার তিমির'' (১৯৪৮)। সেই কবিপ্রসিদ্ধির ধারাতেই তাঁর কবি-পরিচিতিতে জনবিমুখ 'বিভ্রান্ত কবি'র প্রকৃতি স্বমহিমায় বিরাজমান। অথচ তাঁর ইতিহাসসচেতন কবিসত্তায় পার্থিব জীবন উপভোগের সচেতন প্রত্যাশা জেগে উঠেছে সেই রিক্ততা বোধের মধ্যেও। ''মহাপৃথিবী'' কাব্যের বহু আলোচিত কবিতা ''আট বছর আগের একদিন''-এর শেষ উক্তি, ''আমরা দু-জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।'' শুধু তাই নয়, জনগণের প্রতি যে জীবনানন্দের গভীর আস্থা ছিল, তাও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবল ইতিহাসবোধেই সেখানে ''মানুষের মৃত্যু হলে তবু মানব। থেকে যায়''। শুধু তাই নয়, মানুষের পাশে মানুষের কথাও তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্য ''বেলা অবেলা কালবেলা'' (১৯৬১)-এর ''হে হৃদয়ে'' কবির শুদ্ধ উচ্চারণ সেকথা প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলে। ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি। ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত/শত জলঝর্ণার ধ্বনি।'' সেক্ষেত্রে জীবনানন্দের ''বিভ্রান্ত কবি''-পরিচিতিই বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরি করেছে। তা যেমন তাঁর বহুমুখী কবিসত্তাকে একমুখীন করে তোলে, তেমনই পাঠকমানসে কবিজীবনের বহুধাবিস্তৃত ধারায় উত্তরণচেতনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেখানে তাঁর বিপুল চেতনাও উৎকর্ষবোধে বিতর্ককে আমন্ত্রণজানিয়েছে। এজন্য জীবনানন্দের মৃত্যুর পর সবচেয়ে সাড়া জাগানো কাব্য ''রূপসী বাংলা''র (১৯৫৭) সমাদরের পক্ষে-বিপক্ষে দুটি মূল্যায়ন ধারা প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে অমলেন্দু বসু, প্রদ্যুম্ন মিত্র, আবদুল মান্নান সৈয়দ কাব্যের উৎকর্ষে মুগ্ধতা ব্যক্ত করলেও অরুণকুমার সরকার, আলোক সরকার ও অশোক মিত্র প্রমুখেরা তার বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর নেতিবাচক কারণও উঠে এসেছে তাতে। অথচ সেগুলিও কবির অপত্য সৃষ্টি, অপার মহিমারই ফসল। আবার কাব্য প্রকাশের প্রস্তুতির কথাও কবির খাতার পাতায় উঠে এসেছে। অর্থাৎ জনপ্রিয়তাও জীবনানন্দের ছকবন্দি কবি-পরিচিতিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। অথচ তাঁর কবিচেতনায় কোনোরকম বিভ্রান্তির পরশ ছিল না। সেজন্য সজনীকান্ত দাস তাঁকে ''শনিবারের চিঠি''তে ''জীবানন্দ'' বলে তাঁকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও জীবনানন্দেই তিনি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় জুড়ে বসেছেন। সেখানে যে তাঁর সত্যকাম মূর্তি প্রকাশমাধুর্যে প্রতিমায় আদিগন্ত সমীহ আদায় করেই চলেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অটোমান ইতিহাসের 'সবচেয়ে ক্ষমতাধর' নারী হুররেম সুলতান কে ছিলেন ?

হিলকেন ডোগাক বোরান

হুররেম সুলতান——যাকে নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নানা বিতর্ক রয়েছে, তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী, ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী শাসক সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের প্রিয় স্ত্রী এবং একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব।

যার লিগ্যাসি বা পরম্পরা নিয়ে এখনো লেখালেখি হচ্ছে, নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে, সেইসাথে তকে নিয়ে হারানো অনেক তথ্য পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। হুররেম সুলতান মারা যান ১৫৫৮ সালে। মৃত্যুর চারশ বছরের বেশি সময় পরে এখনো এই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসপ্রেমীদের মুগ্ধ করে চলেছেন। হুররেম সুলতান, যার আরেক নাম রক্সেলানা, তিনি কেবল সম্রাটের একজন উপপত্নী বা সঙ্গিনী বা স্ত্রী-ই ছিলেন না; বরং দাসত্ব থেকে সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অবস্থানের চূড়ায় ওঠার এক অসাধারণ যাত্রা পাড়ি দিয়েছেন তিনি। নিজেকে ভেঙেচুড়ে এমনই এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন যা যোড়শ শতাব্দীর অটোমান রাজদরবারের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নতুন রূপ এনে দিয়েছিলো। ১৪শ শতক থেকে ২০শ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলো অটোমান সাম্রাজ্য। যা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হুররেমের উত্থানের মধ্য দিয়ে মূলত ''নারীদের সালতানাতের'' একটি পর্ব শুরু হয়েছিল যখন অটোমান বা উসমানীয়দের শাসনে রাজপরিবারের নারীদের নজীরবিহীন প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গিয়েছিল। প্রচারিত হওয়ার পর হুররেম সুলতান তুরস্কে একটি জনপ্রিয় নাম হয়ে ওঠে; 'ম্যাগনিফিসেন্ট সেঞ্চু রি' আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তুর্কিয়ে ভাষায় একে ''কাদিনইয়ার সালতানাতে'' বলা হতো। যার অর্থ নারীদের শাসন করার বা নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছানো। মূলত হুররেমের উত্থানের সাথে রাজ্যের নারীদের এমন অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল। অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যে সুলতানের প্রাসাদের ভেতরে হারেম ছিল। এই হারেম হলো প্রাসাদের আলাদা একটি অংশ যেখানে সুলতানের স্ত্রী, উপপত্নী, পরিবারের নারী সদস্য এবং নারী দাসীরা থাকতেন। এই অটোমান হারেমে হুররেমের থাকার সময়কাল এবং তার পরবর্তী সময় বিশদে নথিভুক্ত আছে। তবুও শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও, হুররেমের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে, অর্থাৎ তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সে নিয়ে রহস্য ও বিতর্ক এখনো রয়ে গিয়েছে।

তিনি ইউক্রেন অঞ্চল থেকে অপহৃত কোনো বন্দি, অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা, নাকি অপ্রত্যাশিত তত্ত্ব অনুযায়ী জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত কোনো ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন?

বন্দিদশা থেকে রাজদরবার পর্যন্ত

বেশিরভাগ ইতিহাসবিদদের মনে করেন, হুররেম সুলতান পনেরশ শতকের শুরুর দিকে রুথেনিয়া নামে এক ঐতিহাসিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন; আজকের দিনে যা ইউক্রেন, পোল্যান্ড এবং বেলারুশের কিছু অংশ জুড়ে ছিল। জন্মের পর হুররেমের নাম কী ছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রেকর্ড নেই। কিছু ইউক্রেনীয় সূত্র তাকে আলেকজান্দ্রা লিসোভস্কা বা আনাস্তাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করে। অন্যরা মনে করেন---- তিনি পশ্চিম ইউরোপে লা রোসা (লাল), রোজানা (মার্জিত গোলাপ), রোকসোলান (রুথেনিয়ান নারী), রোকসানা বা রোক্সেলানার মতো নামে পরিচিত ছিলেন। তবে, সরকারি অটোমান নথিতে তাকে হাসেকি হুররেম সুলতান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্সি ভাষায় ''হুররেম'' অর্থ সুখী বা আনন্দময়, এবং ''হাসেকি'' হলো সুলতানের সন্তানের মায়ের জন্য সংরক্ষিত একটি সম্মানসূচক উপাধি। কিছু সূত্র দাবি করে যে, হুররেম একজন অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা ছিলেন, আবার অনেকে মনে করেন যে তিনি একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তুরস্কের অধ্যাপক ফেরিদুন এমেচেন এমন কিছু নথিপত্র পাওয়ার কথা বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রোহাটিন নামের এক শহরে যা তখন পোলিশ রাজ্যের অংশ ছিল এবং বর্তমানে পশ্চিম ইউক্রেনে অবস্থিত সেখানে হুররেম ক্রিমিয়ান তাতার দস্যুদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। এরপর, তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। কিশোর বয়সে হুররেমকে অটোমান সাম্রাজ্যে আনা হয় এবং তাকে যুবরাজ সুলেমানের মা-র কাছে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। আরেক তুর্কি অধ্যাপক জেইনেপ তারিম এমন ব্যাখ্যা দেন। এই যুবরাজ সুলেমান পরবর্তীতে সুলতান হন এবং সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট নামে পরিচিতি পান। ইতিহাসবিদরা বলছেন যে হুররেম সম্ভবত ১৫২০ সাল নাগাদ হারেমে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ সুলেমানের সাথে তার প্রথম সন্তান, প্রিন্স মেহমেদ, পরের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শত বছরের প্রথা ভেঙে, সুলেমান হুররেমকে বিয়ে করেছিলেন — যা রাজদরবারকে বিস্মিত করেছিলো এবং হুররেমের অবস্থানকে নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো। এর আগে অন্য কোনো অটোমান সুলতান কোনো উপপত্নীকে বিয়ে করেননি।

ইতালীয় পরিচয় হুররেম রুথেনিয়ান বংশোদ্ভূত হতে পারেন এ বিষয়ে ব্যাপক একমত হওয়া সত্ত্বেও, হুররেমের পেছনের কাহিনী নিয়ে বিকল্প তত্ত্বগুলো এখনো রয়ে গেছে। (পূর্ব ইউরোপীয় এলাকার বাসিন্দাদের বোঝাতে পশ্চিম বা মধ্য ইউরোপীয়রা মধ্যযুগে এই রুথেনিয়ান শব্দটি ব্যবহার করতো) একটি বিশেষভাবে বিতর্কিত দাবি করেছেন গবেষক ড. রিনালদো মারমারা, যিনি বলেছেন যে তিনি ভ্যাটিকানের আর্কাইভে একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে হুররেম আসলে একজন ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন তিনি ছিলেন সিয়েনা অঞ্চলের মার্সিলি পরিবারের একজন সদস্য এবং তার নাম ছিলো মার্গেরিটা। তিনি বলেন, এই নথি অনুযায়ী, তিনি এবং তার ভাইকে জলদস্যুরা বন্দি করেছিলো এবং পরে তাদের অটোমান দরবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। গবেষক মারমারা আরও বলেন, ওই পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে হুররেমের বংশধর সুলতান মেহমেদ চতুর্থ এবং পোপ আলেকজান্ডার সপ্তমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল যা তার রুথেনিয়ান পরিচয় নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং এক গোপন অভিজাত বংশের ইঙ্গিত দেয়।

তবে ইতিহাসবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক তারিম সতর্ক করে দেন যে এই দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ দরকার। তিনি উল্লেখ করেন, তৎকালীন ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো উল্লেখ নেই। সেই সময়ের রাজদরবারের গুজব ও কূটনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল এই ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ড। 'যদি এমন কিছু থাকতো, তাহলে ওই রেকর্ডগুলোয় সেই তথ্য পাওয়া যেতো, আমরা অনেক আগেই তা জেনে যেতাম,' তিনি বলেন। অধ্যাপক এমেচেনও এই সন্দেহের সাথে একমত, তিনি স্বীকার করেন যে হুররেম পোলিশ রাজপরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন ঠিকই, তবে সেটা সম্ভবত আনুষ্ঠানিক কূটনীতির অংশ ছিল অভিজাত বংশের প্রমাণ নয়। ''রাশিয়ান ডাইনি'' বিভিন্ন সূত্রে হুররেম সুলতানকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। অটোমান যুগের নথি এবং কবিতাগুলোয় মাঝে মাঝে তাকে 'রাশিয়ান ডাইনি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ছিল সমালোচকদের দেওয়া তার একটি অপমানজনক উপাধি। বিশেষ করে অন্য নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া সুলেমানের বড় ছেলে প্রিন্স মুস্তাফার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাকে এই এমন কটাক্ষমূলক উপাধি দেয়া হয়। প্রিন্স মুস্তাফা অটোমান সিংহাসনের প্রথম উত্তরসূরি ছিলেন। ধারণা করা হয়, হুররেমই তার এই মৃত্যুর নেপথ্যে ছিলেন, যেন তার নিজের ছেলেদের সিংহাসনে আরোহণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। অধ্যাপক এমেচেন ব্যাখ্যা করেন, অটোমান প্রেক্ষাপটে 'রুস' শব্দটি শুধু জাতিগত রাশিয়ানদের বোঝাতে ব্যবহার করা হতো না। বরং, এটি ছিল একটি ভৌগোলিক উপাধিউত্তরের যেকোনো এলাকা থেকে আসা লোকদের জন্য এটি ব্যবহৃত হতো, যার মধ্যে বর্তমান ইউক্রেন ও বেলারুশও পড়ে।

তৎকালীন পশ্চিমা ভ্রমণকারী বা পর্যটকরা ও ভেনিসীয় কূটনীতিকরাও হুররেমকে রাশিয়ান বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে গবেষকদের মতে, এটি তার জন্মসূত্রে ভৌগোলিক পরিচয়কে বোঝাত, জাতিগত পরিচয় নয়। সেই সময়ে, আজকের সীমানার মধ্যে কোনো রাশিয়া ছিল না। (তৎকালীন চিঠিপত্রে) তারা রাশিয়ান বলতে বোঝাতো ''রুশীয় অঞ্চল থেকে'',' বলেন অধ্যাপক এমেচেন। 'ষোড়শ শতকে, পোল্যান্ডে যেখানে ইউক্রেনীয়রা বাস করতেন, সেই এলাকাগুলোকে বলা হতো ''রুস্কে'' প্রদেশ, এবং রোহাতিন ছিল তার অংশ,' যোগ করেন বিবিসি নিউজ ইউক্রেনিয়ানের ভিতালি চেরভোনেঙ্কো। 'সেই সময়ে ইউক্রেনীয়দের ''রুসিন'' বলা হত, কিন্তু রাশিয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না,' তিনি বলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, হুররেম সুলতানের পরিচয় নতুন রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে ইউক্রেনে, যেখানে তিনি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত। তার সম্মানে তার কথিত জন্মস্থান রোহাতিনে ভাস্কর্য রয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়া- অধিকৃত মারিউপোল শহরের একটি মসজিদে সুলেমানের নামের পাশাপাশি তার নাম রয়েছে। ২০১৯ সালে, আঙ্কারায় ইউক্রেনীয় দূতাবাসের অনুরোধে, ইস্তাম্বুলের সুলেমানিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সে হুররেমের কবরের শিলালিপি থেকে তার ''রাশিয়ান বংশোদ্ভূত'' সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলা হয়।

আপডেট করা শিলালিপিটি এখন তার ইউক্রেনীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায় যে আধুনিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হুররেমের উত্তরাধিকার কতোটা গুরুত্ব বহন করে। জনহিতকর কাজ হুররেমের প্রভাব হারেমের চার দেয়ালের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে সম্ভবত তার জনহিতকর কাজগুলো সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হয়েছে। তিনি ইস্তাম্বুল এবং জেরুসালেমে (যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) মসজিদ, বিনামূল্যে খাওয়ানোর কেন্দ্র বা স্যুপ কিচেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন, যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ইস্তাম্বুলের হাসেকি এলাকা আজও তার নাম বহন করে আসছে। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, হুররেম সুলতান ১৫৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল ইস্তাম্বুলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তার দেহ সুলেমানিয়ে মসজিদে দাফন করা হয়েছিল। পরে, সুলতান সুলেমানের নির্দেশে তার কবরের স্থানে একটি সমাধি নির্মাণ করা হয়। হুররেমের মৃত্যুর মাধ্যমে একটি অসাধারণ জীবনের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা প্রশ্নগুলো আজও ফুরায়নি। তিনি রুথেনিয়ান বন্দি হোন, ইতালীয় অভিজাত পরিবারের সদস্য হন, কিংবা ভুল বোঝা এক ক্ষমতাধর নারী হুররেম সুলতান অটোমান ইতিহাসে এবং বৈশ্বিক ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের একজন হয়ে আছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে মন্ত্রি বিকাশ দেববর্মার নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কোকরাঝাড়ে আইইডি বিস্ফোরণ, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল অসম: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি

গুয়াহাটি, ২৩ অক্টোবরঃ কোকরাঝাড়ে রেলপথে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল অসম। বুধবার গভীর রাতে এই বিস্ফোরণ ঘটে, যা রাজ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজেই ঘটনার বিস্তারিত জানান সংবাদমাধ্যমকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গতকাল রাতে কোকরাঝাড়ে আমাদের রাজ্য একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। ভোর প্রায় ৩টায় ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) আমাকে ফোনে জানান যে, একটি বিশেষ ট্রেনের রুটে আইইডি বিস্ফোরণের ফলে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, ট্রেনটি সেই পথ অতিক্রম করার পরই লোকো পাইলট বিস্ফোরণের চিহ্ন লক্ষ্য করেন।"

লোকো পাইলট তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে ও রেলওয়ে পুলিশের কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন, যার ফলে সম্ভাব্য ভয়াবহ দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যদি লোকো পাইলট সময়মতো তা দেখতে না পেতেন, তাহলে আমরা আজ ভোরেই এক মর্মান্তিক খবর পেতাম।"

ঘটনার পরপরই কোকরাঝাড় পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং রাতারাতি ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামত করে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসম ও ঝাড়খণ্ডদুই রাজ্যেই একাধিক মামলা রয়েছে। খুব শীঘ্রই অসম পুলিশ তাকে গ্রেফতার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সে কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা তদন্তের পর জানা যাবে।"

এদিকে, অসমের পুলিশ প্রধান হরমিত সিং বৃহস্পতিবার কোকরাঝাড় পরিদর্শনে যান এবং ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বুধবার মধ্যরাতে কোকরাঝাড় ও সালাকাটি স্টেশনের মধ্যবর্তী রেলপথে শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণে ট্র্যাকের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ডিজিপি সিং চাৰাইকোলা-স্থিত সপ্তম ব্যাটালিয়ন পুলিশ ক্যাম্পে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে জেলার জ্যেষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বৈঠকে তিনি জেলাজুড়ে নিরাপত্তা নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন, বিশেষ করে রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

তিনি রাজ্য পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

জুবিন গার্গের মৃত্যুকে ঘিরে বিতর্ক: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তর মন্তব্যে আকিল গোগৈর তীব্র আক্রমণ

শিবসাগর, ২৩ অক্টোবরঃ আসামের জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে রাজ্যে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে বিতর্ক। এবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন শিবসাগরের বিধায়ক তথা কৃষক নেতা আকিল গোগৈ।

ফেসবুক লাইভে আকিল গোগৈ বলেন, "যদি প্রিয় শিল্পীর জন্য ন্যায়বিচারের দাবি করা পাগলামি হয়, যদি অপরাধীদের শাস্তির দাবি করা পাগলামি হয়, আর নাগরিকদের ন্যায়বিচার চাওয়াকে যদি সরকারবিরোধী কাজ বলা হয়, তাহলে সেই শাসককে গণতান্ত্রিক বলা যায় না, তাকে রাজা বলা উচিত। আর মুখ্যমন্ত্রী, তাহলে আপনি হিটলারের সমান!"

গোগৈ আরও অভিযোগ করেন, তিন বা তাঁর সমর্থকরা কখনও কোনও 'উন্মত্ততা' ছড়াননি, বরং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সরকার প্রকৃত সত্য গোপন করছে এবং অভিযুক্তদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গোগৈ বলেন, "ন্যায়বিচারের দাবি করা কোনও বিদ্রোহ নয়, এটি গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকার জনগণের কণ্ঠরোধ করতে পারে না।"

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে বলেন যে, জুবিন গার্গকে রাজনীতি বা সরকারি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি জানান, "জুবিন মদ্যপ ছিলেন না। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। যদি কখনও পান করতেনও, তা শুধুমাত্র দুঃখের সময়।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "কিছু মানুষ ন্যায়বিচারের নামে জুবিনের পরিচয় ও আত্মাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে। আমরা তাঁকে তাঁর গান দিয়ে স্মরণ করব, মদ্যপানের সঙ্গে নয়।"

তিনি আক্রমণ করে বলেন, "এখন যা চলছে, তা কে চালাচ্ছে? আকিল গোগৈ প্রথমে মানুষ পাঠাচ্ছে, তারপর কংগ্রেসও যোগ দিচ্ছে। তারা জুবিনকে শুধু 'অ্যালকোহল'-এর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। এই ভুলটা করবেন না।"

জুবিন গার্গের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীর স্মৃতিকে "অরাজনৈতিক" রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন, অন্যদিকে আকিল গোগৈ ও বিরোধীরা "ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার" ঘোষণা দিয়েছেন।

বিহারের মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী তেজস্বী যাদব, উপমুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী মুকেশ সাহানি

পাটনা, ২৩ অক্টোবর : সপ্তাহের পর সপ্তাহের আলোচনার পর অবশেষে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে, এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) প্রধান মুকেশ সাহানির। মঙ্গলবার পাটনায় অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে এই ঘোষণা করা হয়, যা বিরোধীদের জন্য শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হয়।

সিনিয়র কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট, যিনি মহাগঠবন্ধনের ভাঙন রোধে পাটনায় পাঠানো হয়েছিলেন, বলেন, "সব সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টেজস্বী যাদব মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে নির্বাচন করবেন। তার সামনে দীর্ঘ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রয়েছে।" গেহলট আরও জানান, সাহানির পাশাপাশি, আরেকজন পিছিয়ে পড়া জাতির নেতা উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে আসতে পারেন, যদি ইন্ডিয়া ব্লক বিহারে ক্ষমতায় আসে।

তেজস্বী যাদব তার ঐতিহ্যবাহী রাঘোপুর আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাকে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে নাম দেওয়ার জন্য।

তেজস্বী বলেন, "আমরা মহাগঠবন্ধনের নেতারা শুধু সরকার গঠন বা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য কাজ করছি না, আমরা বিহারের জন্য কাজ করতে চাই। আমরা একসঙ্গে কাজ করে এনডিএর 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করব, যার এক ইঞ্জিন হলো দুর্নীতি এবং অন্যটি হলো অপরাধ।"

তবে সীট শেয়ারিং নিয়ে মহাগঠবন্ধনের নেতারা স্পষ্ট করে বলেননি, প্রায় ১২টি আসনে প্রার্থীদের ওভারল্যাপিং রয়েছে। আরজেডি ১৪৩টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে, কংগ্রেস ৬১টি আসনে নির্বাচন করছে, বাকি আসনগুলো ভাগাভাগি হচ্ছে সিপিআই(এমএল), সাহানির ভিআইপি এবং ছোট সহযোগী দলের মধ্যে। আজ দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী প্রত্যাহারের শেষ দিন। যদি প্রত্যাহার না হয়, মহাগঠবন্ধনের বিভিন্ন গোষ্ঠী সরাসরি ১২টি আসনে মুখোমুখি হবে, যা ভোট বিভাজনের সম্ভাবনা তৈরি করে এবং এনডিএর পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে।

তেজস্বী যাদব এনডিএকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী প্রকাশ করতে। তিনি বলেন, "নিতীশ কুমারের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। এখনও এনডিএ কোনো প্রেস কনফারেন্স বা মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী নিশ্চিত করেনি। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলছি, নিতীশ কুমার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন না।"

বিহারের এই নির্বাচনে ছোটখাটো ভোট বিভাজনও ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। দুই ধাপের নির্বাচন হবে ৬ ও ১১ নভেম্বর, ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর।

ধনতেরসে ইউপিআই লেনদেনে রেকর্ড ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা, দীপাবলিতে খুচরা বিক্রিতে ২৫ বৃদ্ধি: নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বৃহস্পতিবার জানান, ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৮ অক্টোবর, অর্থাৎ ধনতেরসের দিনে মোট ১.০২ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। এই দিনে মোট ৭৫.৪ কোটি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, যা একদিনে ইউপিআই লেনদেনের এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড।

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, ধনতেরস থেকে দীপাবলি পর্যন্ত তিনদিনে ইউপিআই-এ গড় লেনদেনের সংখ্যা ছিল ৭৩.৬৯ কোটি, যা গত বছরের একই সময়ের ৬৪.৭৪ কোটির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

সীতারামন বলেন, "এই বছর দীপাবলিতে খুচরা ব্যবসায়ীদের বিক্রি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। জিএসটি হ্রাসের ফলে খরচ কমেছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, ফলে উৎসবের মরশুমে বাজেটের মধ্যেই বেশি কেনাকাটা সম্ভব হয়েছে।"

অর্থমন্ত্রী আরও জানান, ল্যাব-নির্মিত হীরা থেকে শুরু করে ক্যাজুয়াল পোশাক এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী পর্যন্ত বাজারের সব সেগমেন্টে বিক্রিতে জোয়ার এসেছে। "জিএসটি স্ল্যাব সরলীকরণ ও বিভিন্ন ভোক্তা পণ্যে কর হ্রাসের ফলে পরিবারগুলির হাতে সঞ্চয় বেড়েছে, যা ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেছে," বলেন তিনি।

অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অব ট্রেডার্স-এর তথ্য অনুযায়ী, নবরাত্রি থেকে দীপাবলি পর্যন্ত উৎসব মরশুমে পণ্যের বিক্রি রেকর্ড ৫.৪০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সময়ে প্রায় ৬৫,০০০ কোটি টাকার পরিষেবা ক্রয় করেছেন গ্রাহকেরা।

সিএআইটি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৪.২৫ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় এবারের বিক্রি প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি।

জরিপে আরও দেখা গেছে, খুচরা বিক্রির অংশ ছিল মোট বিক্রির ৮৫ শতাংশ।

অফলাইন মার্কেটেও ক্রয়চাহিদা শক্তিশালী ছিল। কনফেকশনারি, হোম ডেকর, জুতো-চপ্পল, রেডিমেড পোশাক, টেকসই পণ্য ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীতে জিএসটি হ্রাসের ফলে মূল্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কেনাকাটার গতি বাড়িয়েছে।

প্রায় ৭৯,০০০ কোটির সামরিক প্রকল্প অনুমোদন, এনএমআইএস-ট্র্যাকেড, এলপিডি ও এইচএমভি-সহ বহুমাত্রিক ক্ষমতা বাড়বে

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক কাউন্সিল (ডিএএসি)-এর বৈঠকে বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ (ডিএইসি)-র নেতৃত্বে অধিবেশনে মোট প্রায় ৭৯,০০০ কোটি টাকা মূল্যের বহুমুখী সশস্ত্র সেবা প্রকল্পের প্রস্তাবসমূহকে অনুমোদন করা হয়েছে। ঘটনাস্থল ছিল সাউথ ব্লক, নতুন দিল্লি, এবং সভার সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সামরিক পরিকল্পনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য নাগ মিসাইল সিস্টেম (ট্র্যাকড) এমকে-জ্জজ্জ, গ্রাউন্ড বেসড মোবাইল ইলিন্ট সিস্টেম ও হাই-মোবিলিটি ভেহিকেলস-সহ মেটারিয়াল হ্যান্ডলিং ক্রেন কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করা হয়। এনএমআইএস (ট্র্যাকড) শত্রুর কৌশলগত বাহন, বাংকার ও কিলেবন্দি নির্মাণ নিষ্ক্রিয় করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে, আর জিবিএমইএস রাতদিন ইলেকট্রনিক গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করবে। এইচএমভি যোগ হলে ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে থাকা সামরিক ইউনিটগুলিতে লজিস্টিক সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ডক, ৩০ মিমি নেভাল সারফেস গান, অ্যাডভান্সড লাইটওয়েট টরপেডো, ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ইনফ্রা-রেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক সিস্টেম এবং ৭৬ মিমি সুপার র‍্যাপিড গান মাউন্ট ও স্মার্ট গোলাবারুদ কেনার অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। এলপিডি সমন্বিত সামুদ্রিক সক্ষমতা যোগ করে নৌবাহিনীকে শান্তি অভিযান, মানবিক সাহায্য ও দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করবে। স্বদেশে ডিআরডিও'র নৌ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ল্যাবের দ্বারা উন্নত অ্যাডভান্সড লাইটওয়েট টরপেডো-এর উপস্থিতি প্রচলিত, পারমাণবিক ও ক্ষুদ্র পনডুবি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার সক্ষমতা দেবে। ৩০ মিমি এনএসজি নৌ-তটরক্ষা ও নীচু তীব্রতার সামুদ্রিক অভিযানে সক্ষমতা বাড়াবে।

বিমানবাহিনীর জন্য কোলাবোরেটিভ লং-রেঞ্জ টার্গেট স্যাচুরেশন/ডেসট্রাকশন সিস্টেম সহ অন্যান্য প্রস্তাবের ওপরও অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে; সিএলআরটিএস/ডিএস-এ স্বয়ংক্রিয় টেকঅফ, ল্যান্ডিং, নেভিগেশন, অন্বেষণ ও পে-লোড ডেলিভারি ক্ষমতা রয়েছে।

প্রস্তাবিত এই ক্রয়ের ফলে দেশীয় সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ লজিস্টিক দক্ষতা, যুক্ত সামরিক অভিযানের সক্ষমতা ও এলিট-তথ্য ধারায় বরকতময় উন্নতি ঘটবেউল্লেখ করেছে প্রতিরক্ষা অধিকার পরিষদ।

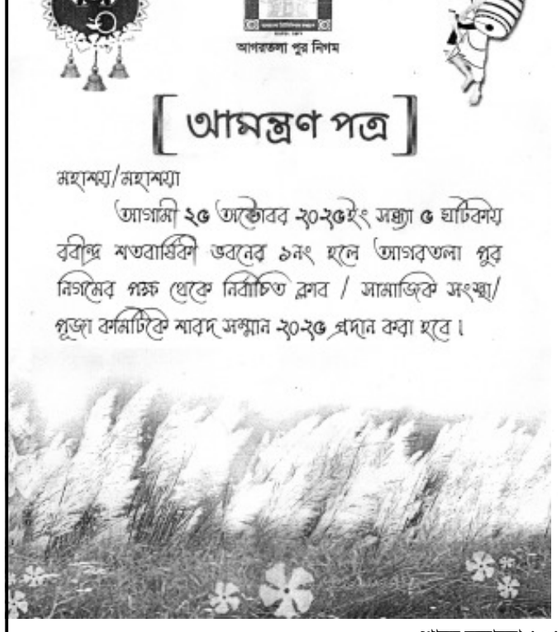

উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় উদ্বোধক সহ নিম্নলিখিত সম্মানিত অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন ঃ-

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি
শ্রী সুশান্ত চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য
মাননীয় সাংসদ, রাজ্যসভা, ত্রিপুরা।

বিশেষ অতিথি
শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত
মাননীয়া ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুর নিগম।

সভাপতি
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম এবং
বিধায়ক ৭-রামনগর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র।

আপনাদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান নন্দিত হয়ে উঠুক।

ইতি-
নিবেদক
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

শারদ সম্মাননা ২০২৫

আগামী ২৫শে অক্টোবর ২০২৫ ইং সন্ধ্যা ৫.০০ ঘটিকায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আগরতলা পুরনিগমের পক্ষ থেকে নিম্নে নির্বাচিত ক্লাব/সামাজিক সংস্থা/ পূজা কমিটিকে শারদ সম্মান-২০২৫ প্রদান করা হবে।

সম্পূর্ণ পুর এলাকায় সেরার সেরা এবং সেরা ক্লাবগুলি হল ঃ

	ক্যাটাগরি	ক্লাব সামাজিক সংস্থা/পূজা কমিটি নাম	
সেরার সেরা	সেরা প্রতিমা	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব	
	সেরা মন্ডপ	কুঞ্জবন স্পোর্টিং ক্লাব	
	সেরা আলোকসজ্জা	ফ্লাওয়ার্স ক্লাব	
	সেরা থিম	কসমোপলিটন ক্লাব	
	মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত সেরা দুর্গাপূজা	শিবনগর মহিলা পূজা কমিটি	
উত্তর জোন	সেরা প্রতিমা	অ্যালবার্ট ক্লাব	
	সেরা মন্ডপ	শান্তি কামি সংঘ	
	সেরা আলোকসজ্জা	নিউ ষ্টার	
	সেরা থিম	মহান ক্লাব	
দক্ষিণ জোন	সেরা প্রতিমা	উদীয়মান সংঘ	
	সেরা মন্ডপ	মিলন চক্র ক্লাব	
	সেরা আলোকসজ্জা	আপনজন ক্লাব	
	সেরা থিম	ভারত মাতা ক্লাব	
পূর্ব জোন	সেরা প্রতিমা	স্ফুলিঙ্গ ক্লাব	
	সেরা মন্ডপ	রামঠাকুর ক্লাব	
	সেরা আলোকসজ্জা	শিবনগর মডার্ন ক্লাব আমরা তরুণ দল	
	সেরা থিম	সতদল সংঘ	
সেন্ট্রাল জোন	সেরা প্রতিমা	সূর্য তরুণ ক্লাব	
	সেরা মন্ডপ	নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার	
	সেরা আলোকসজ্জা	নব দিগন্ত ক্লাব	
	সেরা থিম	ব্লাড মাউথ ক্লাব	

উক্ত অনুষ্ঠানে ক্লাব/সামাজিক সংস্থা/ পূজা কমিটি সহ সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 22/EE/WR-III/UDP/2025-26

Sl No	Name of work / DNIT No.	Estimated Cost Earnest Money	Last date of receipt of application	Last date of dropping of Tender	Opening of Tender
1	D.N.I.T No. 50/EE/WR-III/UDP/DNIT/2025-26	Rs.3,58,800.00 Rs. 7,176.00	ON OR AFTER 21.10.2025 TO 5.00 PM on 24.10.2025	Upto 3.00 PM ON 01.11.2025	On 01.11.2025 at 3.30 PM,if possible

N.B: The detailed notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub- Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur (vi) W.R. Sub-Division, Karbook during office hours
ICA/C/ 2687125

(Er. Rati Rr. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-19/EE/RD/KHW-DIV/2025-26, Dt.18.10.2025

The Executive Engineer, RD. Khowai Division, Khowai Tripura invites online rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-8 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 27/10/2025 for 01 (One) nos Materials tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 7005307773. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2691/25

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD, Khowai Division
Khowai Tripura

চাকপিকারঙে ইউনাইটেড ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্সের দুই নাবালক সদস্য আটক, মণিপুরে জুয়া বিরোধী অভিযানে তৎপর পুলিশ

ইম্ফল, ২৩ অক্টোবরঃ মণিপুরের চান্দেল জেলায় সীমান্ত-সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশ। ১৮ অক্টোবর চাকপিকারঙের কাছে নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স -এর দুই নাবালক সদস্যকে আটক করে মণিপুর পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চাকপিকারঙ থানার নিকটবর্তী সাল্লুক এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্য চুরাচাঁদপুর থেকে মায়ানমারের সীমান্ত শহর তামুর দিকে যাচ্ছিল। আইন অনুযায়ী, নাবালকদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

ইউনাইটেড ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স মণিপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও চোরাচালানমূলক কার্যকলাপে যুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, এই আটক অভিযান সীমান্ত এলাকায় চলমান জঙ্গি কার্যকলাপের ওপর বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এদিকে, অন্য একটি অভিযানে, ২২ অক্টোবর মণিপুর পুলিশ ইম্ফল ইস্ট জেলায় ব্যাপক জুয়া বিরোধী অভিযান চালায়। লামলাই থানার পুলিশ একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে চারটি "লাগাও" বেটিং শিট এবং একটি পাশার সেট জব্দ করে।

রাজ্যজুড়ে জুয়া ও নিষিদ্ধ বাজি খেলার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশের দাবি, নাবালক জঙ্গি সদস্যদের আটক এবং জুয়া বিরোধী অভিযান দুই ঘটনাই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় অবস্থানকে স্পষ্ট করে। পাশাপাশি, শিশুদের সন্ত্রাসী সংগঠনে নিয়োগের মতো উদ্বেগজনক প্রবণতার দিকেও এই ঘটনা নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অঙ্কের প্রতি কেন কিছু মানুষের ভীতি থাকে?

একজন কৃষকের কাছে তিনটি ভিন্ন ধরনের পশু রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি বাদে সবকটি ভেড়া। চারটি বাদে সব ছাগল এবং পাঁচটি বাদে সবই ঘোড়া। ওই কৃষকের কাছে কোন ধরনের পশু কটা করে রয়েছে? যদি এই প্রশ্নটা পড়ে আপনার জটিল বলে মনে হয়, তাহলে বলে রাখা ভালো, আপনি একা নন। আপনার মতো অনেককেই এই প্রশ্ন দেখে চিন্তায় পড়তে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো কেন অঙ্ক কারো কারো কাছে কঠিন আর কারো কাছে একেবারে সহজ ঠেকে? বিজ্ঞানীদের মতে এক্ষেত্রে জিন একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে তা একটা বড় ধাঁধার ছোট্ট অংশ মাত্র। এর নেপথ্যে কারণটা জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এক জটিল সংমিশ্রণ। তবে অন্যান্য প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুঁজতে যাওয়ার আগে বলে রাখা ভালো, ওই কৃষকের কাছে একটি ঘোড়া, দুটো ছাগল এবং তিনটি ভেড়া রয়েছে।

যমজ শিশুদের ওপর গবেষণা লন্ডনের গোল্ডস্মিথস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউলিয়া কোভাস একজন জিনতত্ত্ববিদ এবং একইসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী যিনি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের গণিত সমাধানের ক্ষমতা কেন আলাদা তা নিয়ে গবেষণা করেন। জেনেটিক্স এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মতো কারণগুলো কীভাবে শেখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য তিনি প্রায় ১০ হাজার আইডেন্টিকাল টুইনস (অভিন্ন যমজ) এবং নন-আইডেন্টিকাল টুইনস (বিষম যমজ)-এর ওপর এই গবেষণা করেন তিনি। প্রসঙ্গত, একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু বিকশিত হয়ে দু'টো ভ্রূণে বিভক্ত হলে আইডেন্টিকাল টুইন বা অভিন্ন যমজ শিশুর জন্ম হয়। এক্ষেত্রে ওই যমজ শিশুর একই লিঙ্গ হয় এবং তাদের জিনগত উপাদান একই।

আবার যখন দুটো ডিম্বাণু দুটো ভিন্ন শুক্রাণু দ্বারা স্বাধীনভাবে নিষিক্ত হয়, তখন নন-আইডেন্টিকাল টুইন বা বিষম যমজ শিশু জন্মায়। তাদের লিঙ্গ এক নাও হতে পারে। তাদের জিনগত উপাদানের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে। প্রফেসর কোভাস ব্যাখ্যা করেছেন, 'নন-আইডেন্টিকাল যমজ শিশুদের চেয়ে আইডেন্টিকাল যমজ শিশুদের মধ্যে গুণগত সামঞ্জস্য বেশি। তাই গাণিতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য দেখা গেছে। অর্থাৎ শুধু ঘরের পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে এই পার্থক্যকে বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জিনেরও একটা অবদান রয়েছে বলে মনে হয়।' তার মতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং যৌবনে গণিত শেখার এবং দক্ষতার ওপর জিনগত উপাদানের প্রভাব থাকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। ইউলিয়া কোভাসের কথায়, 'এটা এই ধারণাকেই আরও মজবুত করে তোলে যে এক্ষেত্রে জিন এবং পরিবেশ দুইই গুরুত্বপূর্ণ।' পরিবেশের গুরুত্ব তবে এর পাশাপাশি আমরা যে পরিবেশে বাস করি, তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার বিষয়টা এমন নয় যে আমাদের স্কুল কতটা ভালো বা হোমওয়ার্কের সময় কতটা সাহায্য মেলে তার ওপরই শুধু এটা নির্ভর করে। প্রফেসর কোভাস জানিয়েছেন অনেক সময় কিছু "কাকতালীয়" বিষয়ও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন রেডিওতে শোনা কিছু একটা যা আমাদের আগ্রহের দিশাকেই বদলে দিয়েছে। তবে যে কোনো ব্যক্তির জিনগত প্রবণতা যে তাকে একটা বিশেষ ধরনের এক্সপোজার বা প্রতিক্রিয়া দেয়, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি। যুক্তরাজ্যের লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা ড. ইরো জেনিডো-দারভো জানিয়েছেন, সবাই গণিতে বিশেষজ্ঞ না হলেও একটা ভালো খবর হলো মানুষ নিজের গাণিতিক দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, মনোভাব এবং আবেগ আমাদের সংখ্যাগত জ্ঞান এবং গাণিতিক দক্ষতা বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ড. জেনিডো-দারভোর মতে, ম্যাথমেটিক্স অ্যাংজাইটি বা 'গণিত নিয়ে উদ্বেগ' পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই বিষয়টা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে উন্নতি করতে চায় যে তারা অঙ্ক পারবে। ম্যাথমেটিক্স অ্যাংজাইটি কী? ড. জেনিডো-দারভোর মতে অঙ্ক করতে গিয়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা কিন্তু মানুষকে "ভয় ও উদ্বেগের দুষ্টচক্রে"র মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে পারে। বিভিন্ন কারণে এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হয়ত বলেছে যে 'আপনি অঙ্কে কাঁচা' বা অঙ্ক পরীক্ষায় আপনার সহপাঠীদের চেয়ে কম নম্বর পাচ্ছেন।

তার কথায়, 'অঙ্ক নিয়ে ভয় আমাদের গণিত থেকে দূরে করে দেয়। এই দূরত্ব অঙ্কে দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে ঠেলে দেয় এবং দুর্বল পারফরম্যান্স "গণিত নিয়ে উদ্বেগকে" বাড়িয়ে তোলে।'

এটা একটা চক্রের মতো।

আর ঠিক এইভাবেই এই বোঝা আমাদের ওয়ার্কিং মেমোরির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এখানেই কিন্তু আমাদের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া চলে। ড. জেনিডো-দারভো বলেছেন, 'যখন আমরা উদ্বিগ্ন থাকি তখন নেতিবাচক চিন্তা আমাদের এই মূল্যবান মানসিক জায়গার একটা বড় অংশ দখল করে ফেলে। এর ফলে বাস্তবে অঙ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য খুব একটা ক্ষমতা বাকি থাকে না।' এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি লফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। নয় থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে কাজের স্মৃতি এবং "গণিত নিয়ে উদ্বেগ"র মধ্যে সম্পর্ককে খতিয়ে দেখা হয়েছিল ওই গবেষণায়।

গবেষণার সময় বাচ্চাদের দুই ডিজিটের অঙ্ক মনে মনে করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এমন এক পরিস্থিতিতে তার সমাধান করতে বলা হয় যখন তাদের কিছু শব্দ শুনতে এবং মনে রাখতে হতো। ড. জেনিদো-দারভো ব্যাখ্যা করেছেন যে এই পরিস্থিতিতে 'গণিত নিয়ে বেশি মাত্রায় উদ্বেগে' ভোগা শিশুদের পারফরম্যান্স কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

সংখ্যা সম্পর্কে সহজাত বোধ

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ব্রায়ান বাটারওয়ার্থ কগনিটিভ নিউরোসাইকোলজি নিয়ে কাজ করেন। তার গবেষণায় দেখা গেছে যে সংখ্যা বোধের ক্ষেত্রে মানুষের একজাতীয় বিল্ট-ইন বা জন্মগত ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতা সেই সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যেও যারা কখনো গণনা করতেই শেখেনি।

তবে তিনি জানিয়েছেন যে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে, এই 'স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি খুব একটা ভালো কাজ করে না।' শেখার ক্ষেত্রে একতা বড় সমস্যা হলো ডিসক্যালকুলিয়া। সংখ্যা এবং পরিমাণ বুঝতে এবং এই বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই সমস্যা। প্রফেসর বাটারওয়ার্থের মতে, এই সমস্যা ডিসলেক্সিয়ার মতোই সাধারণ এবং প্রায় পাঁচ শতাংশ মানুষকে তা প্রভাবিত করে। ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও সাধারণ অঙ্ক যেমন প্রশ্ন যেমন পাঁচ ও আটের গুণফল বা ১৬ ও ছয়ের যোগফল বের করতেও সমস্যা হয়। প্রফেসর বাটারওয়ার্থ এবং তার টিম এমন একটা গেম ডিজাইন করেছেন যা বাচ্চাদের, বিশেষত ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মৌলিক গাণিতিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করছে।

তবে তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই জাতীয় উদ্যোগের প্রভাব এখনো স্পষ্ট নয়। প্রফেসর বাটারওয়ার্থের কথায়, 'এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাথমিক পর্যায়েই যাতে এই সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং পরবর্তী কয়েক বছর তাদের বিকাশের ওপর নজর রাখা যায়।' এই প্রসঙ্গে এটাও একটা প্রশ্ন যে কেন অঙ্ক অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে আলাদা। অঙ্ক শেখাকে একটা 'মানসিক ইটের পাঁচিলের' তৈরির সঙ্গে তুলনা করেছেন ড. জেনিডো-দারভো। এক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মজবুত ভিত্তি থাকাটা একেবারে অপরিহার্য। 'অঙ্কের ক্ষেত্রে এই ইটগুলোকে বাদ দিয়ে আপনি এগোতে পারবেন না। যেমন ইতিহাসের একটা যুগ সম্পর্কে আপনার অল্প জ্ঞান থাকলেও চলবে, কিন্তু অঙ্কের বিষয়ে এটা প্রযোজ্য না,' বলেছেন তিনি। সারা বিশ্ব থেকে মেলা শিক্ষা প্রফেসর ইউলিয়া কোভাস ২০০০ এর গোড়ার দিকে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে প্রোগ্রাম (আন্তর্জাতিক ছাত্র মূল্যায়ন জরিপ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ১৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের গণিত, পড়তে পারা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপ করা এবং বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। প্রফেসর ইউলিয়া কোভাস বলেছেন, 'এই জরিপের শীর্ষে ছিল চিনা শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার আরও কয়েকটা দেশ ও ফিনল্যান্ডের শিক্ষার্থীরাও ছিল। এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে থাকার কারণে এক্ষেত্রে ফিনল্যান্ডকে "ইউরোপীয় প্যারাডক্স" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।' ভালো ফল করা এই দেশগুলোর কাছ থেকে কী আমরা কিছু শিখতে পারি? চীনের জিয়াংসি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সহকারী অধ্যাপক ঝেনঝেন মিয়াও ব্যাখ্যা করেছেন যে চিনে গণিত শিক্ষা চারটি 'মৌলিক' নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এগুলো হলো মৌলিক জ্ঞান, মৌলিক দক্ষতা, মৌলিক গাণিতিক অভিজ্ঞতা এবং মৌলিক গাণিতিক চিন্তাভাবনা। ড. মিয়াও-এর মতে, চীনে শিক্ষক এবং শিক্ষাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখা হয়। শিক্ষকদের প্রতিদিন কেবল একটা বা দু'টো ক্লাস নিতে হয়, যাতে তাদের কাছে পাঠ প্রস্তুত করা এবং তার পরিমার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে। ফিনল্যান্ডের তুর্কু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক পেক্কা রেইসানেন জানিয়েছেন, ফিনল্যান্ডের গণিত শিক্ষা ব্যবস্থাও মৌলিক দক্ষতার বিষয়ে মনোযোগ দেয়। তিনি বলেন, 'ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল নীতি সর্বদাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মৌলিক দক্ষতার গ্যারান্টি দেওয়া।' প্রফেসর রেইসানেন ব্যাখ্যা করেছেন যে ফিনল্যান্ডে শিক্ষক হওয়ার জন্য পাঁচ বছরের একাডেমিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। এখানে এর জন্য উপলব্ধ আসনের চেয়ে দশ গুণ বেশি প্রার্থী আবেদন করেন। কারণ এখানে শিক্ষকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তবে অধ্যাপক কোভাস এও জানিয়েছেন যে প্রতিটা দেশের ক্ষেত্রেই কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিছু বৈষম্যও রয়েছে যা এই বিষয়টার জটিলতাকেই দর্শায়।

শীতে গরম জলে স্নান স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ। শীতে সকালে বা অন্য সময় গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকি গরম জলে। অনেকে বলে নাকি, গরম জলে দিয়ে স্নান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাদের মতে গরম জল দিয়ে স্নান করলে শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। আসলে কি তাই? বিশেষজ্ঞরা কি বলছে চলুন জেনে নিই.....বিশেষজ্ঞের মতে, তাপমাত্রা কমলে গরম জলে স্নান করাই যায়। এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই যারা মনে করেন, গরম জলে স্নান করলে শরীর গরম হয়ে যেতে পারে, তাদের ধারণা ভুল। বরং এসময় হালকা গরম জলতে স্নান করলে তাতেই সুস্থ থাকবে শরীর। ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা কমে: গরম জলে স্নান করলে ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা কমে। তাই যাদের মাঝে মধ্যেই সর্দি-কাশি হয়, তারা শীতে অবশ্যই গরম জলে স্নান করবেন।

শ্বাসকষ্টের আশঙ্কা কমে: শীতে শ্বাসকষ্টের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে। তাই এই সমস্যায় ভুক্তভোগীরাও

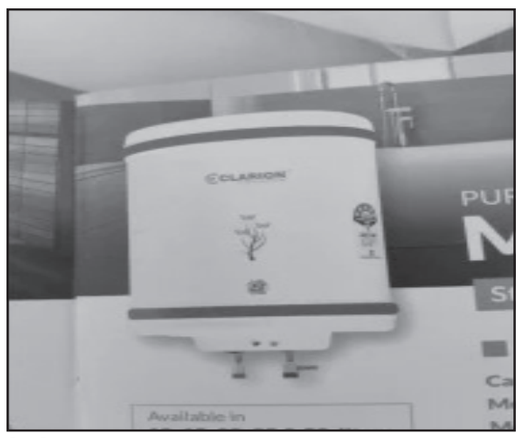

নিয়মিত গরম জলে স্নান করুন। পাশাপাশি ধুলো-বালি এড়িয়ে চলুন। এতে শ্বাসকষ্টের আশঙ্কা কমবে।

বাতের ব্যথা কমবে: এসময় বাতের ব্যথা-বেদনা বাড়ে। তাই এই সমস্যায় ভুক্তভোগীরা অবশ্যই নিয়মিত গরম জলে স্নান করুন। তাহলে আরাম পাবেন। প্রতিদিন স্নান করুন: শীত পড়লেই অনেকে প্রতিদিন স্নান করতে চান না। এই ভুলেই শরীরের বারোটা বাজে। ত্বকের উপর ভিড় জমায় অসংখ্য জীবাণু। এসব জীবাণু শরীর খারাপ করে দিতে পারে। তাই ঠান্ডা পড়লেও রোজ গোসল করতে হবে। উষ্ণ জলে করুন। তাতেই একাধিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে। শিশু ও বয়স্কদের সামলে রাখুন: শীতের সঙ্গে বেড়ে ছে একাধিক ভাইরাসের প্রভাব। আর এসব ভাইরাস শরীরে বাসা বাঁধলে বিপদ হতে পারে। জ্বর, সর্দি, কাশি থেকে শুরু করে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষত, শিশু ও বয়স্কদের এই সমস্যা বেশি হয়। তাই তাদের সাবধানে রাখা জরুরি। নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দিন। এতে আশঙ্কা কমবে।

শিফটিং ডিউটি? দিনে ঘুমোচ্ছেন? বিপদ হতে পারে

আধুনিক প্রযুক্তি ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনের হাত ধরে বদলে গিয়েছে আজকের বিশ্ব। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমূল বদল এসেছে কাজের ধরনে। এখন কয়েকজন 'সৌভাগ্যবান' চাকুরিজীবীই কেবল ১০টা-৫টা অফিস ডিউটির সুযোগ পান। তাঁদের দৈনন্দিন জীবন ছন্দে বাঁধা। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার, সকালে বিছানা ছাড়া থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া তাঁরা চাইলে নির্দিষ্ট রুটিন মেনে করতে পারেন সবটা। কিন্তু সেই 'কপাল' তো আর সবার নয়! বর্তমানে বেশিরভাগ শ্রমিক-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত কর্মীদের শিফটিং ডিউটি করতে হয়। কখনও তাঁদের কাকভোরে ছুটতে হচ্ছে কাজের জায়গায়। কখনও আবার ডিউটি করতে হচ্ছে রাতভর। ফলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা লাইফস্টাইলে এমন কিছু পরিবর্তন আসছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শরীর ও মনে। খাওয়াদাওয়া থেকে ঘুম, কোনওটারই নির্দিষ্ট সময় থাকছে না। অথচ চিকিৎসকরা বরাবর সতর্ক করেছেন, দিনে অন্তত ৬-৮ ঘণ্টা ঘুম, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিনের ও রাতের আহার সেরে নেওয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে কী উপায়? শিফটিং ডিউটি যাঁরা করছেন, তাঁদের কী কী সাবধানতা বা সতর্কতা থাকা উচিত? শিফটিং ডিউটি থেকে কী কী সমস্যা আসতে পারে, সমাধানই বা কেমন হওয়া দরকার? উদাসবাবু বলেন, বিভিন্ন শিফটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি পোহাতে হয় নাইট ডিউটি নিয়ে। সরকারি হোক বা বেসরকারি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতে গাড়ির ব্যবস্থা থাকে না বলে নাইট ডিউটি ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১১-১২ ঘণ্টা রাখা হয়। এরকম ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ঘুমের। আমাদের খাওয়াদাওয়া বা ঘুমসবই হওয়া উচিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর। চিকিৎসা পরিভাষায় একে বলে 'সরকার্ডিয়ান রিদম'। এই 'রিদম' বা ছন্দ নষ্ট হয়ে যায় নাইট ডিউটি থাকলে। মর্নিং বা ইভনিং সিফের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা হয়। 'সারকার্ডিয়ান রিদম' নষ্ট হয়ে যায় বলেই সকালে কর্মস্থল থেকে ফেরার পর ঘুম আসতে চায় না অনেকের। যথেষ্ট ঘুম না হলে তার প্রভাব তো পড়বেই। অবসাদ, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি বাড়ে। সেক্ষেত্রে পরামর্শ, রাতভর ডিউটি থাকলে প্রয়োজনে ঘর অন্ধকার করে অন্তত ঘণ্টা ছয়েকের ঘুম দিতেই হবে। টানা দু'-তিনদিন কেউ নাইট ডিউটি করলে তারপর একদিন ছুটি (ডে অফ) দেওয়া উচিত। সেদিন বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে 'বকেয়া' শোধ করতে হবে। তবেই শরীর ঠিক থাকবে। টানা ১১-১২ ঘণ্টার ডিউটি হলে তার মধ্যেই সময় বার করে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। ডিউটির মধ্যেই সময়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। আর একটা কথা বলব, শিফটিং ডিউটির তালিকা যতটা সম্ভব আগেভাগে কর্মচারীদের জানিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে সেই মতো মানসিক প্রস্তুতি থাকবে কর্মীর। তাতে কাজও যেমন ভালো হবে, শরীর-মনের উপর প্রভাবও পড়বে কম। সুগার, প্রেশার, লিভারের সমস্যার মতো 'কোমর্বিডিটি' থাকলে এমনিতেই কর্মক্ষমতা কমে যায়। এসব সমস্যা নিয়েও যাঁরা বিভিন্ন শিফট-এ ডিউটি করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের বলব, কাজের ফাঁকে হাল্কা বিশ্রাম নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। ডিউটি শেষে যাঁরা নিজেরাই গাড়ি চালিয়ে ফেরেন, তাঁরা অবশ্যই একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর বেরন। তবে কারও হার্টের সমস্যা থাকলে (পাম্পিং ক্ষমতা ৪০ শতাংশের নীচে হলে) বা খিঁচুনি জাতীয় সমস্যা থাকলে নাইট ডিউটি না করাই ভালো। যাঁরা নিয়মিত সুগার-প্রেশারের ওষুধ খান, ইনসুলিন নেন, ডিউটির জন্য সেই সূচি অবহেলা করলে চলবে না। আর সবসময় মাথায় রাখতে হবে, ডিউটির হেরফেরের জন্য যতটা ঘুম কম হচ্ছে, ততটা ঘুমিয়ে নিতে হবে সময় বের করে।

মেনে চলবেন আর কী কী নিয়ম

গুরুপাক খাদ্য এড়িয়ে চলুন। অর্থাতুব বেশি তেল মশলা দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। দরকারে টিফিন বাক্সে করে খাবার নিয়ে যান। এড়িয়ে চলুন ধূমপান। সারাদিনে যে কোনও সময় হাল্কা শরীরচর্চা অবশ্যই করবেন।

পেটের রোগ মানেই কোলাইটিস

পেটের রোগ মানেই কোলাইটিস ভাবাবর্তমানে এমন বাঙালি পরিবার বোধ হয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যেখানে অন্তত একজনেরও পেটের সমস্যা নেই। নিত্যদিন হজমের সমস্যা লেগে রয়েছে, তবু বাইরের ভাজাভুজি ননস্টপ চলছে। তবে আরও বড় সমস্যা হল তিলকে তাল ভেবে ফেলা। তেমন সামান্য পেটের রোগ হলেই অনেকেই ভেবে নেন কোলাইটিসের মতো হয়তো জটিল কোনও রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তা থেকে টেনশন, ফল আরও অসুস্থ হয়ে পড়া। তবে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি সাধারণ ডায়রিয়া। আবার অনেকে আইবিএসের সঙ্গেও কোলাইটিস গুলিয়ে ফেলেন। এই ক্রনিক কোলাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটা কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে খুবই কম।

কী এই কোলাইটিসপ্রশ্ন হল, এই কোলাইটিস আসলে কী? জীবন বিজ্ঞান বইতে পড়েছি, কোলন আমাদের বৃহদন্ত্রের অংশ। এই কোলনের চারভাগ, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন ও সিগময়েড কোলন। এই কোলনের কোনও অংশের প্রদাহকেই বলে কোলাইটিস। সাধারণত ই-কোলাই, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থেকে অ্যাকিউট কোলাইটিস হতে পারে। এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ খাবার বা জল থেকে হতে পারে। আবার কোলনে আলসার হলেও কোলাইটিস হয়। একে বলে আলসারেটিভ কোলাইটিস। আবার বহুদিন ধরে পেট খারাপ ও মলের সঙ্গে রক্ত পড়ার মতো সমস্যাও অনেকের হয়। একে বলে ক্রোনজ ডিজিজ। আলসারেটিভ কোলাইটিস ও ক্রোনজ ডিজিজ উভয়ই ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ (আইবিডি)।

কতদিনে সারেসাধারণত অ্যাকিউট কোলাইটিস এক দু'সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। এক্ষেত্রে মাঝেমধ্যেই প্রেসার আসা, তরল পায়খানা, পেটে ব্যথা, হালকা জ্বর, পেট ফাঁপার মতো উপসর্গ থাকে। সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক কিছু ওষুধেই অ্যাকিউট কোলাইটিস সেরে যায়। তবে দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে এই সমস্যা চলতে থাকলে কিন্তু তা ক্রনিক কোলাইটিস হতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাকিউট কোলাইটিসের উপসর্গ থাকেই। সেই সঙ্গে রোগীর ওজনও কমতে শুরু করে। এই ক্রনিক কোলাইটিসের মধ্যে অন্যতম ক্রনজ ডিজিজ ও আলসারেটিভ কোলাইটিস। এই আলসারেটিভ কোলাইটিস কিন্তু অটোইমিউন ডিজিজও। অর্থাৎ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই শরীরকে আক্রমণ করে বসে।

কী ধরনের পরীক্ষাকোলনোস্কপি করে আলসারেটিভ কোলাইটিস হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। আলসারেটিভ কোলাইটিস যেখানে শুধু কোলনেই সীমাবদ্ধ, সেখানে ক্রোনজ ডিজিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্ষুদ্রান্ত্রেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বায়োপ্সি করেও এই রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা কীক্রনিক কোলাইটিস হলে কিন্তু বেশ দীর্ঘ সময় ধরে ওষুধ খেতে হবে। সাধারণত ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ রোগীকে দেওয়া হয়। এছাড়া মেসালাজিন বলে একধরনের ওষুধও প্রেস্ক্রাইব করা হয়। এতে কোলনের ইনফ্লামেশন কমে। পাশাপাশি কিছু বায়োএজেন্টও দেওয়া হয়। নিয়মমতো এই ওষুধ খেলেই কিন্তু ক্রনিক কোলাইটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। খুব কম রোগীরই অপারেশনের দরকার পড়ে।

ডায়েট কেমনকোলাইটিস বা সাধারণ ডায়রিয়া, যাই হোক না কেন, দুধ ও গম জাতীয় খাবার না খাওয়াই উচিত। এছাড়া আলাদা করে নির্দিষ্ট কোনও ডায়েট নেই। তবে নিজে থেকে ডাক্তারি করা একেবারেই চলবে না। সামান্য একটু পেটে গড়বর হলেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে। কোনটা ডায়রিয়া, কোনটা অ্যাকিউট কোলাইটিস আবার কোনটা ক্রনিক কোলাইটিস, তা কিন্তু সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

প্রতিদিন চা খাওয়া ভালো না খারাপ

সকাল বেলার শুরুটা চায়ের চুমুকে হবে না, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম। বরং রোজ অন্তত এক কাপ চা না খেলে যাঁদের চলেই না, তাঁদের সংখ্যাই হয়তো বেশি। অনেকে আবার একাধিক কাপ চা-ও খান সারা দিনে। কারও আবার চায়ের প্রতি ভালোবাসাটা নেশা'র পর্যায়ে চলে যায়। নিঃসন্দেহে চা একটি সুপেয় পানীয়। তবে রোজ চা খাওয়ার এই অভ্যাস কি আদতে ভালো? না কি এতে কোনো ক্ষতি হতে পারে?

চা খেলে হয়তো আপনি সতেজ অনুভব করেন। ক্লান্তি দূর করতে চা এক দারুণ সমাধান। কাজের চাপে মাথাটা যখন 'হ্যাং' হওয়ার জোগাড়, তখন উষ্ণ চায়ের কাপ থেকে কয়েক চুমুক নিলে মাথা 'পরিষ্কার' হয়ে যায় অনেকের। ঠিকঠাক চিন্তা করার ক্ষমতা যেন ফিরে আসে নতুন করে। সতেজতার 'টনিক' হিসেবে চাকে স্বীকৃতি দেবেন অনেকেই। চায়ে এমন কিছু উপকরণও রয়েছে, যা থেকে শারীরিক উপকার মেলে। আবার মাত্রাতিরিক্ত চা খাওয়ার কারণে কিংবা ভুল সময়ে চা খাওয়ার কারণে মুশকিলেও পড়তে পারেন। চায়ের স্বাস্থ্যগত নানা দিক সম্পর্কে ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, রোজ চা খাচ্ছেন?

রোজ চা খেলে কিন্তু ক্ষতি নেই, তবে পরিমাণটা সীমিত থাকা চাই। না হলে অতিরিক্ত ক্যাফেইনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন আপনি। চায়ের কাপে চুমুকে আড্ডা জমুক না রোজ! কিন্তু খেয়াল রাখবেন, ভুল সময়ে চা খাবেন না যেন। তাতে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারেন। আরও মনে রাখবেন, চায়ে মিষ্টতা আনবে এমন, যেকোনো কিছুর জন্যই কিন্তু সাদামাটা, নিরাপদ চা—টুকু আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।

ডাক্তার সাইফ হোসেন আরো জানান, চা খাবার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে, রোজকার চায়ের পরিমাণ এক-দুই কাপের মধ্যেই সীমিত রাখা ভালো, বড়জোর তিন কি চার কাপ। যদিও কফির চেয়ে চায়ে ক্যাফেইনের মাত্রা কম, তবু বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, চায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ক্যাফেইনের মাত্রাও বেড়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই। আর তাতে বুক ধড়ফড়, অস্থিরতা, তিরিক্ষি মেজাজ, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরানো, ঘুমের সমস্যার মতো মুশকিলে পড়তে পারেন আপনি। অতিরিক্ত ক্যাফেইনের কারণে বুকে ব্যথা, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, অত্যধিক তৃষ্ণা, এমনকি বমি বা পাতলা পায়খানাও হতে পারে। খালি পেটে চা খাবেন না। 'বেড টি' সংস্কৃতি খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। এর কারণ হলো, খালি পেটে চা খেলে অ্যাসিডিটির ঝুঁকি বাড়ে। চা ও খাবার খাওয়ার মধ্যে ন্যূনতম দেড় ঘণ্টার ব্যবধান রাখুন। কারণ, চায়ে ট্যানিন নামক একটি উপকরণ রয়েছে, যার কারণে আমাদের দেহে আয়রন শোষণ হতে বাধা পায়।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আইপিএফটির সমর্থকেরা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

ছট পূজা ঘিরে দিল্লিতে জোরদার প্রস্তুতি, যমুনার জলের মান পরীক্ষায় সক্রিয় জলবোর্ড, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ 'ভক্তদের পূর্ণ সুবিধা দিতে হবে'

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : আস্থার মহাপর্ব ছট পূজা ঘনিয়ে আসতেই রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর তীরে ছট ঘাটগুলিতে প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। নতুন ঘাট নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে এবং ভক্তরা যেন স্নানের সময় কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সে জন্য দিল্লি জল বোর্ড (ডিজেবি) নিয়মিতভাবে যমুনার জলের মান পরীক্ষা করছে।

দিল্লি জল বোর্ডের কর্মকর্তা অনিল মিশ্র জানিয়েছেন, কালিন্দি কুঞ্জ এলাকায় যমুনার জল থেকে নিয়মিত স্যাম্পল সংগ্রহ করে ওখলা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা জলের মানের বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করি, যাতে নিশ্চিত করা যায় এটি স্নানের উপযুক্ত। বর্তমানে জলের মান ভালো এবং স্নানের উপযুক্ত।" মিশ্র আরও জানান, শহরের সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলির কার্যক্ষমতাও আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে।

এদিকে, বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ছট পূজার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ওয়াজিরাবাদ ঘাটে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিশেষ নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "শ্রদ্ধা, আস্থা ও শুচিতার এই উৎসব নিয়ে দিল্লি সরকার অত্যন্ত উৎসাহী। সরকারের অঙ্গীকারছট ব্রতধারীরা পূর্ণ সম্মান ও নিরাপদ পরিবেশে এই পবিত্র অনুষ্ঠান পালন করবেন।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ছট মহাপর্ব চলাকালীন ভক্তদের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা সরকার নিশ্চিত করছে। তিনি বলেন, "ছট উৎসব শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তাও বহন করে।" মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘাটে পরিচ্ছন্নতা, আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো ভক্ত অসুবিধায় না পড়েন।

দিল্লি সরকারের লক্ষ্য, ছট পূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আয়োজন নয়, বরং পরিচ্ছন্নতা, সংস্কৃতি ও সুশাসনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রশাসন বর্তমানে সর্বাত্মকভাবে কাজ করছে যাতে প্রতিটি ভক্ত নির্বিঘ্নে ও আনন্দের সঙ্গে পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করতে পারেন।

ডিমা হাসাওয়ে তোলপাড়: কংগ্রেসের অভিযোগ, এনসিএইচএইসি প্রধান দেবোলাল গরলসার মৃত্যুর হুমকি স্থানীয় বাসিন্দাকে

হাফলং, ২৩ অক্টোবরঃ ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এনসিএইচএইসি (নর্থ কাচার হিলস অটোনোমাস কাউন্সিল)-এর প্রধান দেবোলাল গরলসাকে ঘিরে। কংগ্রেসের অভিযোগ, গরলসা একজন স্থানীয় বাসিন্দা নীজাইলাল খেলমাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। এফআইআর অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ২৫ মিনিটে। অভিযোগকারীর দাবি, এনসিএইচএইসি সদস্য প্রজিত হোজাইয়ের মোবাইল নম্বর থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তে দেবোলাল গরলসা নাকি বলেন, "তোমাকে আর তোমার পরিবারকে গুলি করে মারব, তোমাদের দেহও কেউ খুঁজে পাবে না।"পরবর্তীতে, ১৬ অক্টোবর সকাল ৯টার দিকে গরলসা অভিযোগকারীর ভাই নীজয়থাং খেলমাকে ডেকে পাঠিয়ে মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার ভিত্তিতে উমরাংসো থানায় মামলা রুজু হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায়, নীজাইলাল খেলমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশি পাহারা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার হাফলংয়ের রাজীব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র নেলসন রিয়াম ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, "একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী যদি সাধারণ নাগরিককে মৃত্যুর হুমকি দেন, এটি ক্ষমতার চরম অপব্যবহার এবং গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক নজির।" রিয়াম আরও দাবি করেন, এটি কোনও একক ঘটনা নয়। এর আগে ১২ জুলাই দেবোলাল গরলসা নাকি মাইবাঙের রিপুঞ্জয় লাংথাসাকে একইভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পরও কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, "যখন জেলার স্বশাসিত কাউন্সিলের প্রধান নিজেই নাগরিকদের প্রাণনাশের হুমকি দেন, তখন ডিমা হাসাওয়ের মানুষ নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেন না। যতদিন দেবোলাল গরলসার মতো মানুষ ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন জেলায় শান্তি বিঘ্নিত থাকবে।"পুলিশ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক অভিযোগগুলির তদন্ত চলছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

১৫ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে

● প্রথম পাতার পর

ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট বা অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইডারের প্ল্যাটফর্মে এমন কোনো তথ্য, ছবি বা ভিডিও পাওয়া যায় যা দেশের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ, তবে সংশ্লিষ্ট ইন্টারমিডিয়ারিকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সেই কনটেন্ট সরাতে হবে।

সরকার পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে, কোনো কনটেন্ট সম্পর্কে 'বাস্তব তথ্য' কেবল দুই ক্ষেত্রেই গণ্য হবেপ্রথমত, যদি কোনো যোগ্য আদালত লিখিত নির্দেশ দেয় এবং দ্বিতীয়ত, যদি সরকার বা অনুমোদিত সংস্থার কোনো সিনিয়র অফিসার লিখিতভাবে জানায়। এই নির্দেশ দিতে পারবেন কেবল যৌথ সচিব বা তার সমতুল্য পদমর্যাদার কর্মকর্তা। রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে, এই পদ হবে ডিরেক্টর বা সমমানের কর্মকর্তা।

যদি এই নির্দেশনা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসে, তাহলে সেটি কেবল উপ-মহানিরীক্ষক বা তার ঊর্ধতন কর্মকর্তার মাধ্যমে হতে হবে, যিনি রাজ্য সরকারের দ্বারা বিশেষভাবে অনুমোদিত। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, এই ধরনের সব লিখিত নির্দেশ প্রতিমাসে পর্যালোচনা করা হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কোনো পদক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত নয় এবং তা আইনের উদ্দেশ্য ও ভারসাম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি লিখিত নির্দেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবেকোন আইন বা ধারার অধীনে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কী ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বা কনটেন্ট শনাক্ত হয়েছে, এবং কোন ইউআরএল বা ডিজিটাল লিংক অপসারণ বা ব্লক করা প্রয়োজন। এই পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব-স্তরের কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন হবে।

সরকারের মতে, এই নতুন সংশোধন দেশের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমকে আরও সুরক্ষিত, দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ করে তুলবে এবং বেআইনি অনলাইন কনটেন্টের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে।

ত্রিপুরার বস্ত্র, চা ও রেশম

● প্রথম পাতার পর

ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় তাঁতিদের বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রীসা-ভিত্তিক সেলাই করা পোশাকে ৭ শতাংশ কর হ্রাস গ্রামীণ মহিলাদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে এটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া, প্যাকেজড ও ইনস্ট্যান্ট চা-পাতায় জিএসটি ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ফলে ত্রিপুরার ৫৪টি চা-বাগান এবং প্রায় ২,৭৫৫ ক্ষুদ্র চা উৎপাদক লাভবান হবেন। এই পদক্ষেপে রাজ্যের চা রপ্তানি বাংলাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাজারে আরও বৃদ্ধি পাবে।

ত্রিপুরার রেশম শিল্পে বর্তমানে ১৫,৫৫০ জন কৃষক যুক্ত। নতুন নিয়মে রেশম ও রেশমজাত পণ্যে জিএসটি ৫ শতাংশ করা হয়েছে, যার ফলে কোকুন চাষ, রেশম উৎপাদন এবং ছোট রিলিং ইউনিটগুলির খরচ কমবে। এতে রেশম মূল্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং শিল্পের প্রসার ঘটবে।

সরকার জানিয়েছে, ফল ও সবজির রস-ভিত্তিক খাদ্য পণ্যে ৭ শতাংশ কর হ্রাস রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতকে বিশেষ সুবিধা দেবে। এই আওতায় জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত 'ত্রিপুরা কুইন' আনারসজাত পণ্যও অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২,৮৪৮টি খাদ্য ও কৃষি-প্রসেসিং ইউনিট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রায় ৭৩ মেট্রিক টন আনারস রপ্তানি করেছে প্রধানত দুবাই, ওমান, কাতার ও বাংলাদেশে। এছাড়া অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যেও প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন আনারস সরবরাহ করা হয়েছে।

কর চাপ হ্রাসের মাধ্যমে এই সংস্কার ত্রিপুরার ফল ও কৃষি খাতকে প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও রপ্তানিমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করছে, যা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

জিতেন্দ্রকে তুলোধুনো

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য রাজ্যে ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রকারের হেলদোল তাদের নজরে আসেনি। তাই তারা কোন রাজনৈতিক দল বুঝেন না, কোন রাজনৈতিক রঙ বোঝেন না, রাজ্যের ভূমিপুত্রদের প্রকৃত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই তারা ময়দানে নেমেছেন। তাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করে নাগরিকত্ব নেওয়ার সম্ভব নয়। সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের পুনরায় ফেরত পাঠানোর দাবি জানান তিনি।

বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ

● প্রথম পাতার পর

কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে গুলি ছোড়া হয়েছে। এই ঘটনায় পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত শান্তিরবাজারে সালেমা ব্লকের বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা সহ শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিকদের উপর যে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িতরা রাজ্যের ইতিহাসের পাতায় উন্নয়ন বিরোধী ও জনবর্জিত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। আমি প্রশাসনের কাছে আহ্বান রাখছি, এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যাতে কঠোরতম এবং দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, ধলাই জেলার শান্তিরবাজারের অভিজিৎ মজুমদার (বিডিও, সালেমা), ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং বাসিন্দাদের উপর তিপরা মথা সমর্থকদের সহিংস আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ধরনের সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবও সামাজিক মাধ্যমে নিন্দা জানিয়ে লেখেন, গণতান্ত্রিক বিক্ষোভের নামে ধলাই জেলার শান্তিরবাজারে অভিজিৎ মজুমদার (বিডিও, সালেমা), ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং অন্যান্য বাসিন্দাদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের নামে যারা এই ধরণের জঘন্য ঘটনা সংগঠিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই ধরণের সহিংসতা কখনই সহ্য করা হবে না। আমি এই ধরণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

বনধে আংশিক প্রভাব রাজ্যে, দুপুরে প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত চলবে, কারিমগঞ্জ—আগরতলা রুটে বাতিল। ট্রেন নং ১৫৬৬৩ (আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস): আগরতলা থেকে নয়, করিমগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করবে। আগরতলা—করিমগঞ্জ অংশে বাতিল।

ট্রেন নং ৭৫৬৮৪ (আগরতলা—সাবরুম ডেমু) ও ট্রেন নং ৭৫৬৮৩ (সাবরুম—আগরতলা ডেমু)— উভয় ট্রেনই সম্পূর্ণরূপে বাতিল।

তাছাড়া, ট্রেন নং ৭৫৬৭৯ (আগরতলা—করিমগঞ্জ ডেমু) ও ট্রেন নং ৭৫৬৮০ (করিমগঞ্জ—আগরতলা ডেমু)— উভয় ট্রেন বাতিল। ট্রেন নং ০৭০৩০ (চারলাপল্লি—আগরতলা স্পেশাল), যা ২০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটি ধর্মনগরে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে। ট্রেন নং ১৩১৭৪ (সাবরুম—শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস) এবং ট্রেন নং ১২৫২০ (আগরতলা—লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস) — যথাক্রমে আগরতলা ও জিরানিয়া স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, অবরোধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

এদিকে বনধকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা পরিলক্ষিত হয় রাজধানীর উত্তরগেইট এলাকায়। অরাজনৈতিক মঞ্চ ও নাগরিক সমাজের ডাকা ২৪ ঘন্টার বনধের জেরে আন্দোলনকারীদের দ্বারা হাসপাতালে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হলেন একজন চিকিৎসক। পুলিশের সামনেই আন্দোলনকারীরা চিকিৎসকের বাইকের চাবি খুলে নেন। সম্পূর্ণ ঘটনা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন পুলিশের আধিকারিকগণ। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের পক্ষে থেকে চিকিৎসককেই ফিরিয়ে দিল পুলিশ। নিরুপায় হয়ে নিজের যাত্রাপথ পরিবর্তন করলেন ঐ চিকিৎসক। গোটা ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

জানা যায়, প্রতিদিনকার মতো আজ সকালেও নিজের কর্মস্থান টিএমসি মেডিকেল কলেজে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক অভিষেক দত্ত। তখনই রাজধানীর উত্তর গেট এলাকায় তাকে আটকে দেয় আন্দোলনকারীরা। তিনি চিকিৎসক, জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার পরেও তাকে কোনোভাবেই যেতে দেয়নি আন্দোলনকারীরা। চিকিৎসককে অন্য রাস্তা বেছে নেওয়ার জন্য বলেন অবরোধকারীরা। চিকিৎসক জানান, তাঁর হাসপাতালে যাওয়ার তাড়া রয়েছে, তাই তাকে এই রাস্তাতেই যেতে হবে। কিন্তু চিকিৎসকের কোন কথাই শুনতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। চিকিৎসক অভিষেক দত্ত রাস্তা পরিবর্তন করতে না চাইলে চিকিৎসকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন অবরোধকারীরা। এক সময় পুলিশের সামনেই চিকিৎসকের বাইকের চাবি খুলে নেন অবরোধকারীরা। গোটা ঘটনাটি পুলিশের সামনে ঘটলেও পুলিশকে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এমনকি অনৈতিকভাবে চিকিৎসকের বাইকের চাবি খুলে নেওয়ার পরেও পুলিশ চিকিৎসককে ঘুরে যেতে বলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। ফলে পুলিশের সামনেই এমন ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের তরফে বনধের দিন সরকারি সহ সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত সমস্ত অফিস পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও একই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও সরকারি নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখে এক প্রকার অবরোধকারীদের পক্ষেই ভূমিকা নিতে দেখা যায় পুলিশকে। জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকের সঙ্গে অবরোধকারীদের এ ধরনের আচরণে বনধের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধুমাত্র চিকিৎসকই নয়, শহরের ব্যস্ততম রাস্তা, উত্তর গেট ধরে আসা সকল জনগণকেই এদিন পুলিশ আটকে দিয়েছে। তাদের অন্য রাস্তা ধরে যাতায়াত করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। নিত্যযাত্রীরা বলছেন, প্রশাসনিক নির্দেশ যেন কলাপাতা। চোখের সামনে পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সরকারি কর্মীদের অফিসে যেতে বাধা দেন প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা বর্তমান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার অনুগামীরা।

বনধের সর্মথনে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। সার্কিট হাউস চত্বর, উত্তর গেইটের সামনে মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। তবুও, বনধ সমর্থকদের দাপটে অনেক সরকারি কর্মী অফিসমুখী হতে পারেননি।

আগরতলা-খোয়াই ১০৮(বি) জাতীয় সড়কের লেম্বুছড়া এলাকায় পথ অবরোধ করে। সকাল ৫টা থেকেই রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটি। লেম্বুছড়া এলাকায় উপস্থিত ছিলেন এডিসির ই.এম রুনিয়েল দেববর্মা।

রুনিয়েল দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর দাবিতে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কৈলাসহর : সিভিল সোসাইটির ডাকা ২৪ ঘণ্টার রাজ্যব্যাপী ত্রিপুরা বনধে কৈলাসহর মহকুমায় কোনো প্রভাব পড়েনি। আজ সকাল থেকেই শহরবাসী স্বাভাবিক ছন্দে দিন শুরু করেছে। দোকানপাট খোলা ছিল, রাস্তায় স্বাভাবিকভাবেই চলেছে যানবাহন।

কৈলাসহর মাইলং এডিসি ভিলেজের পঞ্চম নগর ও চিনিবাগান এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকলেও পিকেটার ছিল না। পরিস্থিতি ও যান চলাচল স্বাভাবিক ছিলো।

বনধের আহ্বান সত্ত্বেও সকাল থেকেই বাজার-হাট, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ব্যাংক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে বনধকে ঘিরে তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। শহরের ভিতরে ও বাইরের রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক থাকায় দৈনন্দিন জীবনে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বনধের কারণে কোথাও কোনো অশান্তি বা গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি, কোথাও কোনো পিকেটিংও হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

ফলে সামগ্রিকভাবে বলা যায়, সিভিল সোসাইটির ডাকা রাজ্যব্যাপী বনধে কৈলাসহর মহকুমার জনজীবনে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

ধর্মনগর: তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটির ডাকা ২৪ ঘণ্টার রাজ্যব্যাপী বনধের প্রভাব পড়েছে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত বাগবাসা এলাকাতেও। বনধের সমর্থনে সকাল থেকেই পিকেটিং শুরু হয়।

সকাল ছ'টা নাগাদ বনধ সমর্থকেরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে নেমে পিকেটিং শুরু করেন এবং সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আটকে পড়ে পণ্যবাহী লরি, যাত্রীবাহী গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন। সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি গাড়িচালকদেরও চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক যানবাহনকে বিকল্প রাস্তায় ঘুরে যেতে হয়। এদিন মহিলা পুরুষ উভয়েই বনধের সমর্থনে পিকেটিংয়ে অংশ গ্রহন করেছেন।

এই বনধের জেরে আটকে দেওয়া হয় সাব্রুম — আগরতলা জাতীয় সড়কের যান চলাচল। জোলাইবাড়ীর সাঁচীরামবাড়ী এলাকায় তিপ্রামথা দলের কর্মী-সমর্থকরা সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। এর ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভোগান্তির সম্মুখীন হন।

অবরোধস্থলে উপস্থিত সিভিল সোসাইটির এক সদস্য জানান, সরকারের তরফে তাঁদের দাবি পূরণের কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে এই আন্দোলনের পথে নেমেছেন। তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, "যদি সরকার আমাদের দাবি মান্য না করে, তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। প্রয়োজনে সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারও করা হতে পারে।"

গন্ডাছড়া: সিভিল সোসাইটি অব ত্রিপুরা-র আহ্বানে রাজ্যজুড়ে ২৪ ঘণ্টার বনধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় গণ্ডাছড়ায়।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় উপস্থিত থেকে বনধ সফল করার লক্ষ্যে পিকেটিং করেন।

বনধ চলাকালীন গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি, তুইচাকমা, পঞ্চরতন, নারায়ণপুর চৌমুহনী বাজার, জগবন্ধুপাড়া, মাছকুম্ভীর বাজার এবং রামনগর বাজার এলাকা ছিল সম্পূর্ণ নীরব ও জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ ছিল, রাস্তাঘাটে দেখা যায়নি কোনও যানবাহন।অন্যদিকে, সরকারি অফিসগুলিতেও বনধের প্রভাব পড়ে। অধিকাংশ অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। তবে গন্ডাছড়া মহকুমার মহকুমা শাসক চন্দ্রজয় রিয়াং, ডিসিএম দিলীপ দেববর্মা এবং রূপম দেবনাথ যথারীতি অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ পরিচালনা করেন।

বনধ-আহ্বানকারী সংগঠনের স্থানীয় নেতা ক্ষত্রজয় রিয়াং জানান, গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে বনধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে এবং জনগণের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

খোয়াই: তিপ্রাসা সিভিল সোসাইটির আহ্বানে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে পালিত ২৪ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধে খোয়াই মহকুমায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। যদিও বনধ ঘিরে কোথাও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি, তবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ বিশেষ করে ই-রিকশা ও অটোচালকরা কর্মহীন হয়ে পড়েন।

বনধের কারণে খোয়াই-আগরতলা জাতীয় সড়কে সকাল থেকেই গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। দূরদূরান্ত থেকে কোনও যানবাহন আসা-যাওয়া না করায় শহরের রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা দেখা যায়। ফলে খোয়াই শহরের রাধানগর স্ট্যান্ড, রামচন্দ্রঘাট, কাঁঠালতলী, ওল্ড মার্কেট এলাকায় ই-রিকশা ও অটোচালকদের দিনভর অলস বসে থাকতে দেখা যায়। চালকরা অভিযোগ করেন, কর্মনাশা এই বনধ তাদের জীবিকার উপর প্রভাব ফেলেছে।

যদিও বনধকে ঘিরে খোয়াই শহরে দোকানপাটের কিছু অংশ খোলা ছিল, তবে যাত্রীসংখ্যা একেবারেই ছিল না। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল।

সার্বিকভাবে, বনধকে ঘিরে খোয়াই মহকুমায় জনজীবনে আংশিক প্রভাব পড়েছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দিনটি অতিবাহিত হলেও শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে দেখা গেছে গভীর আর্থিক ক্ষোভ ও হতাশা।

আজ দুপুর ৩টা থেকে আগরতলা শহরে সমগ্র বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ২৪ ঘন্টা বনধ চলবে। এমনটাই জানিয়েছেন প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

তাঁর কথায়, ভাইফোঁটা উৎসব উপলক্ষে শহরের সাধারণ জনজীবনে কোনো বাধা না দেওয়ার জন্য এবং উৎসবটি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার লক্ষ্যে আগরতলা শহরে বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে রাজ্যের অন্যান্য এলাকা ২৪ ঘণ্টা বনধের আওতায় থাকবে। তাছাড়া, অনেক বিধায়ক ও সাংসদদের তরফ থেকে বনধ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিবেচনার মাধ্যমে আগরতলা শহরের পিকেটিং প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভাইফোঁটার উৎসবের আনন্দে কেউ যাতে বিঘ্ন না পায়, তা আমাদের প্রথম লক্ষ্য।

সব মিলিয়ে রাজ্যের প্রায় বিভিন্ন মহকুমায় বনধের মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য গেছে। তবে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে রাজধানীতে পিকেটাররা সরকারি কর্মচারী সহ জরুরি পরিষেবার সাথে জড়িতদের যেভাবে হেনস্থা করেছে তা নীরব দর্শক হয়ে দেখেছে পুলিশ। সরকারি তরফে বনধের সমর্থন নেই বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবরোধকারীরা অনৈতিকভাবে যাত্রাপথ আটকাতে বাইকের চাবি খুলে নিলেও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় ছিল রাজ্য প্রশাসন, অভিযোগ জনগণের। ফলে পুলিশের নিকট সরকারি নির্দেশের গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তথ্যবিজ্ঞমহল।

বনধে সরকারের

● প্রথম পাতার পর

আদালত, স্কুল ও কলেজ খোলা থাকবে। কিন্তু বাস্তবে প্রশাসন তার নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, রাজধানীর উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকায় পিকেটাররা পুলিশের সামনেই সাধারণ মানুষকে হয়রানি করেছেন। এক চিকিৎসক হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বের হলে তার গাড়ির চাবি কেড়ে নেওয়া হয়। অথচ উপস্থিত পুলিশকর্মীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়াও, বড়মুড়ায় তিনটি অ্যাম্বুলেন্স প্রায় তিন ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও মানবিকতার পরিপন্থী ঘটনা বলে সংগঠনটির দাবি। পরে সংবাদমাধ্যমের হস্তক্ষেপে পুলিশ সক্রিয় হয়ে অ্যাম্বুলেন্সগুলিকে যেতে দেয়।

সংগঠনের নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, "বনধের আওতার বাইরে থাকা জরুরি পরিষেবা যেমন অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক, ফল ও ঔষধের দোকান বারবার ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসন এই বিষয়ে উদাসীন।"

"আমরা বাঙালী" দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, "রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল 'সাপও মারব না, লাঠিও ভাঙব না'-এর মতো। সরকার যদি সত্যিই বনধের বিরোধিতা করত, তাহলে শহর ও মফস্বলে এমন বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা যেত না।"

তারা অভিযোগ করেন, মথা কর্মীদের বাধাদানের ফলে রেল পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে, বহু ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। এমনকি জাতীয় পতাকার অবমাননার ঘটনাও নিন্দনীয়।

শেষে "আমরা বাঙালী" দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় প্রশাসনের গাফিলতি ও দ্বিচারিতার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দলের রাজ্য নেতৃত্ব বলেন, "সরকার জনগণের পাশে নয়, বরং তোষণনীতিতে বিশ্বাস করে চলছে। এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পথে আমরা আন্দোলন জারি রাখব।"

মুঙ্গিয়াকামিতে বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে হামলা চালায়। এতে বেশ কজন গুরুতর আহত হন, যার মধ্যে রয়েছেন মাদার কমিটির অফিস সেক্রেটারি সুরেন্দ্র দেববর্মাও। পুলিশ পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পিত হামলা সংগঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে প্রশাসন।

বিজেপি ও মথার মিলিঝুলি বনধ-র

● প্রথম পাতার পর

ও বিজেপি। তিনি বনধকে আখ্যা দিয়ে বলেন, বিজেপি ও মথার মিলি-ঝুলি বনধে জনগণ দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাঁর দাবি এই বনধের মূল উদ্দেশ্য জনজাতিদের আন্দোলনকে দুর্বল করে ভোটে সুবিধা নেওয়া।

জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ডের

● প্রথম পাতার পর

আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্ত চলমান থাকায় গোটা ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে উত্তেজনা এবং কৌতূহল অব্যাহত রয়েছে।

কমিউনিস্টদের কায়দাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা চলছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জিবিপি হাসপাতালে আহত কর্মীদের দেখতে গেছেন সংসদ রাজিব ভট্টাচার্যও। তিনিও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। আহত কার্যকর্তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে উপস্থিত চিকিৎসকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, এই দুঃখজনক ও নিন্দনীয় ঘটনায় আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে সর্বতোভাবে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি।এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রভাবে আধুনিক বন্দর ও শক্তিশালী সামুদ্রিক অর্থনীতি: প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রশংসা সোনোওয়ালের নিবন্ধে

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী দফতর (পিএমও) বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালের একটি নিবন্ধ শেয়ার করে জানিয়েছে যে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যস্ত পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য রুটে বন্দরগুলির আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও সামাজিক মাধ্যম এক্স (ড়)-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোনোওয়ালের পোস্ট রিপোস্ট করে লিখেছেন, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালের এই অবশ্যপাঠ্য নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মাধ্যমে শক্তিশালী শিল্পভিত্তি তৈরি করে, ব্যস্ত পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য রুটে বন্দরগুলির আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের প্রচেষ্টা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই নিবন্ধে মন্ত্রী সোনোওয়াল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার ঘোষিত ৮ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ কোনো সাধারণ বাজেট নয়, বরং এটি দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোনোওয়াল নিজের এক্স হ্যান্ডলে নিবন্ধের লিংক শেয়ার করে লিখেছেন, "এই নিবন্ধে আমি ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে ভারত গ্রিন শিপিং বা পরিবেশবান্ধব জাহাজ চলাচলের বৈশ্বিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে পারে।"

নিজের এই সংবাদপত্রের নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "শক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একসময় পিছিয়ে থাকা শিপিং ইন্ডাস্ট্রি এখন পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। জলবায়ু কার্যক্রমে কার্বন নিঃসরণ মানদণ্ড কঠোর করার বৈশ্বিক উদ্যোগ দ্রুততর হচ্ছে। পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীরাও জিরো-কার্বন জাহাজ ও বিকল্প জ্বালানির দিকে মূলধন সরিয়ে দিচ্ছেন, এবং প্রযুক্তিও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।"

মন্ত্রী সোনোওয়ালের মতে, এই পরিবর্তনের সময়কালে ভারত সুযোগ ও সক্ষমতার এক বিরল সংমিশ্রণে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছে, যার ফলে আজ ভারত বিশ্বের অন্যতম স্বল্প ব্যয়বহুল রিনিউএবল এনার্জি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত।

সোনোওয়াল আরও বলেন, সরকারের অনুমোদিত ৬৯,৭২৫ কোটি টাকার (৮ বিলিয়ন ডলার) প্যাকেজ শুধু বাজেট নয়, বরং একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বার্তা যে ভারত, কম-কার্বন নির্গমন ভিত্তিক শিপিং ব্যবস্থার দিকে বিশ্বের চলমান পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, তামিলনাড়ু-পুদুচেরিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

চেন্নাই, ২৩ অক্টোবর: চেন্নাইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের এলাকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যমতে, শুরুতে এই আবহাওয়া ব্যবস্থা একটি নিম্নচাপ এলাকা হিসেবে গঠিত হয়েছিল, পরে তা অবদাপে এবং তারপরে গভীর অবদাপে পরিণত হয়। পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল যে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে, কিন্তু স্থলের কাছাকাছি চলে আসায় এর গঠন দুর্বল হয়ে যায় এবং এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারেনি। তবুও, এর প্রভাবে বৃষ্টির ধরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

আগামী কয়েকদিন তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও করাইকাল অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ ও মেঘগর্জনসহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আরএমসি চেন্নাই, তিরুভল্লুর, চেঙ্গলপাট্টু, কাঞ্চিপুরম ও রানিপেট জেলায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। এসব জেলার কিছু স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন ব্যাংকিং নামিনেশন বিধি: দাবি নিষ্পত্তিতে আসছে স্বচ্ছতা ও একরূপতা

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, ব্যাংকিং সিস্টেমে দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একরূপতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত 'ব্যাংকিং আইন (সংশোধনী) আইন, ২০২৫'-এর নামিনেশন সম্পর্কিত প্রধান ধারাগুলি আগামী ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

অর্থ মন্ত্রকের দেওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকিং আইন (সংশোধনী) আইন, ২০২৫ ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশন আকারে জারি করা হয়েছিল। এই আইনে মোট ১৯টি সংশোধন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা নিম্নলিখিত আইনে প্রযোজ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন, ১৯৩৪; ব্যাংকিং রেগুলেশন আইন, ১৯৪৯; ভারতীয় স্টেট ব্যাংক আইন, ১৯৫৫; এবং ব্যাংকিং কোম্পানি (অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর) আইন, ১৯৭০ ও ১৯৮০।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংশোধনী আইনের ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিধান কেন্দ্র সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে নির্ধারিত তারিখ থেকে কার্যকর হবে, এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ধারা আলাদা তারিখে কার্যকর করা যেতে পারে।

সরকার জানিয়েছে, ধারা ১০, ১১, ১২ এবং ১৩-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে। এই ধারাগুলি মূলত ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, ব্যাংকের সেফ কাস্টডি ও সেফটি লকারে সংরক্ষিত সম্পদের নামিনেশন সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নতুন বিধি অনুযায়ী, গ্রাহকরা এখন সর্বাধিক চারজন ব্যক্তিকে নামিনেশন হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন একসঙ্গে বা ধাপে ধাপে। এতে জমাকারী ও তাঁদের মনোনীতদের জন্য দাবি নিষ্পত্তি আরও সহজ ও দ্রুত হবে। পাশাপাশি, প্রতিটি নামিনেটেড ব্যক্তির জন্য অংশীদারিত্ব বা পাওনার শতাংশ নির্ধারণ করা যাবে, যার ফলে বিতরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আসবে।

গ্রাহকরা চাইলে একসঙ্গে নামিনেশন বা ক্রমানুসারে নামিনেশন দুই ধরনের বিকল্পই বেছে নিতে পারবেন। তবে, সেফ কাস্টডি ও সেফটি লকারে রাখা সম্পদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রমানুসার নামিনেশনই অনুমোদিত হবে।

এই ব্যবস্থায় সর্বাধিক চারজন নামিনেশন নির্ধারণ করা যাবে, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী নোমিনি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর ফলে দাবি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকার নির্দিষ্টতা বজায় থাকবে।

অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই নতুন বিধান কার্যকর হলে জমাকারীরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী নামিনেশন নির্ধারণের সুযোগ পাবেন, এবং একই সঙ্গে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দাবি নিষ্পত্তির একরূপতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হবে।

আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ডে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জোরদার মুনাফা, এক বছরে রিটার্ন ৭২ শতাংশ পর্যন্ত

নতুন দিল্লি, ২৩ অক্টোবর : গত এক বছরে ঘরোয়া ইক্যুইটির বাইরে বিনিয়োগ করা ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা দারুণ মুনাফা অর্জন করেছেন। আন্তর্জাতিক মিউচুয়াল ফান্ড ও ফান্ড-অফ-ফান্ডস ক্যাটেগরিতে কিছু ফান্ড ৭২ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে, যা ভারতীয় ইক্যুইটি ফান্ডের রিটার্নকে অনেকাংশে ছাড়িয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গ্লোবাল কনজিউমার স্পেন্ডিং এবং কমোডিটি সেক্টরের জোরদার বৃদ্ধির ফলে এই ফান্ডগুলি এত ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। এসিই মিউচুয়াল ফান্ড-এর ২০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শীর্ষ ১০ আন্তর্জাতিক ফান্ড গত এক বছরে ৩৩ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশ পর্যন্ত রিটার্ন দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে, একই সময়ে নিফটি বেঞ্চমার্ক সূচক মাত্র ৫.৭ শতাংশ বেড়েছে।

মিরায়ে অ্যাসেট এনওয়াইএসই ফ্যাং ইটিএফ এফওএফ এক বছরে ৭১.৭৮ু এবং তিন বছরে ৬২.৭২ু রিটার্ন দিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এর পরেই রয়েছে ইনভেসকো গ্লোবাল কনজিউমার ট্রেন্ডস এফওএফ, যা আন্তর্জাতিক কনজিউমার ব্র্যান্ড এবং ডিজিটাল কমার্স কোম্পানির শক্তিশালী পারফরম্যান্সের কারণে ৫২.৬৫ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৃহৎ কৌশলগুলিও ভালো ফল করেছে। মিরায়ে অ্যাসেট এসএন্ডপি ৫০০ টপ ৫০ ইটিএফ এফওএফ এক বছরে ৪৯.৯১ু রিটার্ন দিয়েছে, আর মোতিলাল ওসওয়াল নাসডাক ১০০ এফওএফ দিয়েছে ৪২.৪৮ু রিটার্ন। অন্যদিকে, ডিএসপি ওয়ার্ল্ড মাইনিং ওভারসিজ ইক্যুইটি এফওএফ ফান্ডে ৩২.৮৩ু বৃদ্ধি দেখা গেছে, যা গ্লোবাল কমোডিটির উচ্চমূল্য ও খনন কোম্পানিগুলির সুশৃঙ্খল পুঁজি ব্যবস্থাপনার ফল।

মোটের উপর, এই বছর গ্লোবাল ডাইভার্সিফিকেশনের ফলে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছেন। বিশেষ করে এআই, টেকনোলজি ও প্রাকৃতিক সম্পদ-নির্ভর আন্তর্জাতিক বাজারগুলি ভারতীয় ঘরোয়া ইক্যুইটির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী রিটার্ন দিয়েছে। এদিকে, টানা দুই দিনের পতনের পর সোমবার বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বুকিং-এর কারণে সোনার দাম ৪,০৫০ ডলার এবং রুপোর দাম ৪৮ ডলার প্রতি আউন্স স্তরে স্থিতিশীল হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, "আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে ইতিবাচক মনোভাবের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে, যার কারণে স্বর্ণের নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা কিছুটা কমেছে।"

তারা আরও বলেন, "ভারতে মৌসুমি চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ফিজিক্যাল মার্কেটে চাপ বেড়েছে, যা মূল্যবৃদ্ধিকে সীমিত করেছে।"

বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিয়োগের এই প্রবণতা আগামী বছরেও অব্যাহত থাকবে, বিশেষ করে এআই ও টেকনোলজি-চালিত সেক্টরে ভারতের অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়বে।

৬জি যুগে ভারতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন কানেক্টিভিটি ও ইনোভেশন সেন্টার উদ্বোধন

নতুন দিল্লি, ২৩ অক্টোবর :ভারত ৬জি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত ও যুক্তরাজ্য মিলে একটি নতুন "কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার" শুরু করেছে। ইউকে ইন ইন্ডিয়া' এক্স প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছে, "যুক্তরাজ্য ও ভারত ভবিষ্যতের ৬জি প্রযুক্তি নির্মাণের লক্ষ্যে যৌথভাবে নতুন কানেক্টিভিটি ও ইনোভেশন সেন্টার চালু করেছে।" এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় দেশ দ্রুত, স্মার্ট ও সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক গঠনে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াবে।

ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে ঘোষিত এই প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ প্রায় ২৪ মিলিয়ন পাউন্ড (২৫৫ কোটি টাকা)। পোস্টে আরও বলা হয়েছে, "ইউকে-ইন্ডিয়া টেকনোলজি সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ এবং ভিশন ২০৩৫-এর আওতায় এই কেন্দ্র দুই দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একত্র করবে, যাতে ডিজিটাল অ্যাক্সেস আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য হয়।"

এই চুক্তি মূলত টেলিকম সেক্টরের উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত ও যুক্তরাজ্য ভবিষ্যতের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও নিরাপদ করে তুলবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার ১২৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে মুম্বই সফর করেন। সেখানে দুই দেশের মধ্যে ট্রেড, টেকনোলজি ও ইনোভেশন ক্ষেত্র নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই সফরের সময় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চারটি বড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়এর মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া-ইউকে কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠা, এআই-এর জন্য যৌথ গবেষণা কেন্দ্রের সূচনা, ক্রিটিক্যাল মিনারেলস সাপ্লাই চেইন অবজারভেটরির ফেজ-২ চালু করা এবং আইআইটি (আইএসএম) ধানবাদে নতুন স্যাটেলাইট ক্যাম্পাস গঠন।

কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রীর সভাপতিত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগ প্রসারে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহাকে আহ্বায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় বৈঠক আজ কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ছাড়াও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ, কেন্দ্রীয় ডোনার প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, নাগাল্যান্ডের উপমুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াং, মেঘালয়ের পাবলিক হেলথ ও ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের মন্ত্রী মার্কুইজ মারাক উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ নেন। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল বৈঠকে সাধারণ প্রশাসন (গুড গভর্নেন্স) দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের প্রসারে টাস্ক ফোর্সের গৃহীত কৌশলগত ও নীতিমালা সুপারিশের জন্য খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারতের সবুজ শিল্প কেন্দ্র এবং পূর্বাঞ্চল স্টার্ট আপ করিডোর হিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্য কৌশলগত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পরিকাঠামো যোগাযোগ, বিনিয়োগের সুবিধাসমূহ এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে সমন্বিত নীতিমালার উপর এই প্রতিবেদনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এবং আই আই এম কোলকাতা-কে যৌথভাবে এই খসড়া প্রতিবেদন প্রনয়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই খসড়া প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রস্তুতি, সুসংগঠিত পদ্ধতি এবং দূরদর্শিতার জন্য রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। খসড়া প্রতিবেদন তৈরীতে সমন্বিত পরিকল্পনারও তিনি প্রশংসা করেন। স্টেক হোল্ডারদের সাথে বিস্তৃতভাবে পরামর্শ, থ্রাস্ট সেক্টর চিহ্নিতকরণ এবং স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প উন্নয়নের উপর এই খসড়া প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থাপিত এই খসড়া প্রতিবেদনে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুবিধার্থে, লজিস্টিক ইন্টিগ্রেশন ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইউনিফাইড নর্থ ইষ্ট ইনভেস্টমেন্ট অথোরিটি, নর্থ ইষ্ট কানেক্টিভিটি ও লজিস্টিক্স অথোরিটি এবং নর্থ ইষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রি ট্রেড অথোরিটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সম্মিলিত শক্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা এই অঞ্চলকে প্রধান বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে পরিণত করবে, যা অ্যাক্ট ইষ্ট পলিসি এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমন্বিত।

মারণব্যাধি পোলিও নির্মূলীকরণে "রোটারী ইন্টারন্যাশনালে"র ভূমিকা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: সারা পৃথিবী থেকে মারণব্যাধি "পোলিও"কে চিরতরে বিদায় জানাতে রোটারী ইন্টারন্যাশনালের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে পোলিও রোগ একটি মারাত্মক মারণ-ব্যাধি ছিল একটা সময় পর্যন্ত। এই ভাইরাসজনিত সংক্রমণ প্রধানত শিশুদের স্নায়ুতন্ত্রে আক্রমণ করে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে বিকলাঙ্গ করে দিত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতো। একটা সময় পর্যন্ত এই রোগ সারা পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই বিদ্যমান ছিল। এবং সারা বিশ্বের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কাছে এটা ছিল একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। যদিও পোলিও ভ্যাক্সিন অবিস্কৃত হয়েছে অনেক আগেই। জোনাস সল্ক ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সালে কার্যকরীভাবে ইনজেকশানের মাধ্যমে এই ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করেন। আরোও সুবিধাজনকভাবে আলবার্ট সাবিন মুখে ড্রপ দিয়ে ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করেন-যা এখন অবধিও সফলভাবে সারা পৃথিবীতেই চলছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই ভ্যাক্সিন এর আধুনিক রূপ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (ঞ্জঞ্চঝ)-যা বাচ্চাদের মুখে ড্রপের মাধ্যমে খাওয়ানো হয় এবং জ্জঞ্চঝ বা ইনএক্টিভেটেড পোলিও ভাইরাস ভ্যাক্সিনকে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়া কীভাবে সম্ভব হবে সেটা নিয়ে ঢহ্ঞ খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিল। এমন একটা সময়ে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল প্রথমবারের মতো এগিয়ে আসে ১৯৭৮ সালে। রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এশিয়া মহাদেশের ফিলিপিন্সে (ছত্রথনষ্ঠত ছন্ড্রত্ত্ব খদ্রত্ম ছন্দ্ধখদ্ধ্রষ্ঠ -৩ ছ ঞ্চন্দ্রস্ক্ষদ্বদত্র) প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে প্রধানত ৬ মিলিয়ন (প্রায় ৬০ লক্ষ) শিশুকে পোলিও ভ্যাক্সিন খাওয়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তৎকালীন রোটারী ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ক্লেম রেনোক এই যুগান্তকারী পরিকল্পনাটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবে রূপান্তর করেন। সেই শুরু। এরপর ১৯৮৫ সালে পোলিও নির্মূলীকরণ কর্মসূচী পোলিও প্লাস চালু করে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল। এই মহৎ কাজে রোটারির সাথে হাতে হাত মেলায় বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশান। বিশ্বব্যাপী ৩.৫ লক্ষ পোলিও রোগীর মধ্যে এখন মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনে নামিয়ে এনেছে রোটারী। এই অংশীদারত্বে সারা পৃথিবীর একশোরও অধিক দেশে ভ্যাক্সিন প্রদানের কাজ চলতে থাকে। ১৯৮৮ সালে এই মহৎ সেবামূলক কাজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ঢহ্ঞ) এবং ডজ্ঝজ্জঙ্খক্ক সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে। তখন থেকে চলছে সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপকভাবে পোলিও টিকাদান কর্মসূচী। একই সাথে চলে 'পোলিও নির্মূলীকরণের উদ্যোগ" (ওঞ্চক্কজ্জ)। রোটারী এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের নিজস্ব অর্থায়ন তথা অন্যান্য অংশীদারদের সাথে মিলে পোলিও নির্মূলীকরণ কর্মসূচীতে বহু বিলিয়ন ডলার ব্যায় করেছে ইতিমধ্যে। সারা বিশ্বে এই কর্মকাণ্ড সফলভাবে চলছে গত প্রায় চার দশক ধরে। পাঠকরা একটা জিনিস লক্ষ করবেন-যখন পোলিও ড্রপ বা খোড়াক শিশুদের খাওয়ানো হয়, সেই ছোট্টো পাত্রটিতে (ভায়াল) খুবই ছোট করে ট্রদ্রষ্ঠথন জ্রদ্রত্ত্ব বিদ্যমান থাকে।এই কর্মসূচীতে রোটারীর অর্থায়নের পাশাপশি আরোও অন্তত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রোটালিয়ান স্বেচ্ছাসেবকদের (ঝদ্রনন্ড্রষ্ঠত্রত্রন) অক্লান্ত পরিশ্রম। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যতগুলো রোটারী ক্লাব আছে তার থেকে অগণিত রোটারিয়ান স্বেচ্ছাসেবক এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নে বিগত চার দশক ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অক্লান্তভাবে পালন করে আসছেন।এছাড়া এই বিষয়টির প্রচার ও সচেতনতা একটি বড় ব্যাপার। প্রধানতঃ অনুন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানে সারা বিশ্বেই রোটারিয়ানদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিশুর অভিভাবকদের অনেক অন্ধ বিশ্বাস এইসব সচেতনতা মূলক প্রচারাভিযানের ফলে দারুণ ভাবে সাড়া ফেলেছে বিশ্ব জুড়ে। বাস্তব ও মাঠপর্যায়ে রোটারিয়ানদের এইসব কাজগুলো সঠিক অর্থেই অনবদ্য ও নিখাঁদ সমাজ সেবামূলক কাজ।সারা পৃথিবীতে পোলিও নির্মূলীকরণে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল গত চল্লিশ বৎসরে প্রায় ২.৬ (প্রায় ২৬০ কোটি) বিলিয়ন ডলাররেও বেশী খরচ করেছে। বিশ্বের ১২২টি দেশের প্রায় ৩ বিলিয়ন এর বেশী শিশুকে সফলভাবে বিনামূল্যে পোলিও টিকা দান করে বিশ্ববাসীকে পোলিও মুক্ত সমাজ উপহার দিয়েছে।আজ বলা যায়, এই প্রকল্পের অধীনে পোলিও রোগ প্রায় ৯৯.৯ু সম্পূর্ণভাবে নির্মূলীকরণ করা গেছে সফল ভাবে। সামান্য যা কিছু আছে আমাদের প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্র-পাকিস্তান ও আফগানিস্থানে-সামান্য কিছু পোলিও রোগী এখনও আছে। বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুটি দেশে রোটারি টানা কাজ করে চলেছে সম্পূর্ণ পোলিও রোগ মুক্তির লক্ষ্যে।রোটারি ইন্টারন্যাশনালের এই অত্যন্ত সফল তথা কার্যকরী কর্মসূচীর দারুণ বাস্তবায়ন হয়েছে আমাদের এই ছোট্টো রাজ্য ত্রিপুরাতেও। ২০০২ সালে ত্রিপুরাতে রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটি"র হাত ধরে রোটারি আন্দোলন ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। বলা যায় সেই ঊষালগ্ন থেকেই ঞ্চদ্রন্থদ্র ঞ্চনন্ড্ল কর্মসূচী অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বর্তমানে আগরতলা-ধর্মনগর-কুমারঘাট এবং তেলিয়ামুড়াতে স্থানীয় রোটারি ক্লাবগুলোর মাধ্যমে এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে। শুধু পোলিও ড্রপ খাওয়ানো বাদে রাজ্যে বিভিন্ন সচেতনামূলক কর্মসূচীও নেয়া হয় পোলিও দিবসকে সামনে রেখে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের 'প্রস্থোডন্টিক্স এবং ক্রাউন এবং ব্রিজ' ডিপার্টমেন্টের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মালিক (ডাঃ) সাহার পদক্ষেপের ফলেই রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন হয়েছে। রাজ্যের জনগণ এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালেই দাঁতের নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এখন দাঁতের পাশাপাশি মুখগত্বরেরও নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা নিয়মিত প্রদান করছেন। এছাড়াও স্মৃতিগ্রপ্ত বা ত্রুটিপূর্ণ দাঁত এবং চোয়ালের টিস্যু প্রতিস্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসার এক নির্ভরশীল ও ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল। এই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা দক্ষতার সাথে একের পর এক জটিল থেকে জটিলতর দাঁত, দাঁতের পাটি, চোয়ালের টিস্যু, ক্রাউন এবং ব্রিজ ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করে চলেছেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে 'প্রস্থোডন্টিক্স এবং ক্রাউন অ্যান্ড ব্রিজ' ডিপার্টমেন্টে রোগীদের কৃত্রিম প্রতিস্থাপনের প্রযোজনে তাদের রোগ নির্ণয়, চিকৎসা পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। যাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক দাঁতের পাটি প্রতিস্থাপনের প্রয়াজন রয়েছে বা কৃতিম দাঁতের মেরামত প্রযোজন, এই ডিপার্টমেন্ট প্রতিস্থাপনের সাথে জড়িত সকল রকম পরিষেবা সফলতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের উক্ত ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৪০০ জন রোগীর সফলভাবে দাঁতের পাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতি মাসে ৩০ টি সম্পূর্ণ দাঁতের পাটি, ৭০ টি আংশিক দাঁতের পাটি, ১০টি স্থায়ী দাঁত প্রতিস্থাপন, ৩০টি মুখ মণ্ডল ও ১০ টি মুখমণ্ডলের টিস্যু ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার ডিসঅর্ডার বা চোয়ালের অস্থিসন্ধির সমস্যা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উক্ত সমস্যার রোগীদের টিএমজে) ঠপ্ঞজ্ঝ) স্পিন্ট দিয়ে সফলভাবে চিকিৎসা করা হয়। এটি সম্পূর্ণ কার্যকরী (হার্ড) পদ্ধতি, তাছাড়া তাতে পিএফএম ক্রাউন বসিয়ে দাঁতের মেরামত করা হয়। পিএফএম ক্রাউন হল এক ধরনের ডেন্টাল ক্রাউন, যেখানে একটি ধাতব কাঠামোর উপর দাঁতের রঙের সিরামিকের স্তর লাগানো থাকে, এটি ঋতিগ্রস্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত মেরামত করতে ব্যবহৃত হয়, এর স্থায়িত্ব ও সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে এটি খুব জনপ্রিয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের 'প্রস্থোডন্টিক্স এবং ক্রাউন অ্যান্ড ব্রিজ' ডিপার্টমেন্টে এই ধরনের দাঁতের প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত চিকিৎসা লাভ করে রোগীরা বিশেষ উপকৃত হচ্ছেন। উক্ত ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছেন। তাছাড়া এই আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে এখন আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এর অন্তর্ভুক্ত (সিএমজেএওয়াই) এবং চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা (পিএমজেএওয়াই) রোগীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই চিকিৎসা পরিষেবা উপলব্দ।

প্রত্যেকটি জনজাতি ছাত্রছাত্রী যাতে সঠিক সময়ে তাদের স্কলারশিপ পেয়ে থাকে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: প্রত্যেকটি জনজাতি ছাত্রছাত্রী যাতে সঠিক সময়ে তাদের স্কলারশিপ পেয়ে থাকে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের জনজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। আধার লিঙ্কের জন্য সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি সহায়তায় উদ্যোগী হয়েছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়কালে রাজ্যের জনজাতিরা সন্মান সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহায়তা পেয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে যে স্থানীয় কিছু দৈনিক পত্রিকায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তিকর এবং তথ্যগত ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরণের ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের ফলে জনজাতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি তৈরী হতে পারে।

জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, প্রকৃত তথ্য হল ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের মোট ২৮, ১৬৩ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। যা মোট লক্ষ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ। এবিষয়ে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম রাজ্য যারা আর্থিক বছর শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বিতরণ করেছে। জাতীয় স্তরে এবিষয়ে ত্রিপুরা গোয়ার পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি জানান, ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ প্রাপ্তির পর অবশিষ্ট ৫১৫২ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার জানান, অর্থ প্রদান ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে, এখনও ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক অবশিষ্ট প্রায় ২৫.৬৩ কোটি টাকা প্রদান করতে পারেনি। অর্থমন্ত্রকের নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন সমস্ত ধরণের অর্থ প্রদান নতুন ছহ্ঞ-ছঞ্চঙ্টছহ মোডের মাধ্যমে করা বাধ্যতামূলক। ফলস্বরূপ, অধিকাংশ রাজ্যই সুবিধাভোগীদের অর্থ বিতরণে, সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যার মধ্যে স্কলারশিপ বিতরনও অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি সর্বভারতীয়স্তরের সমস্যা। ছহ্ঞ-ছঞ্চঙ্টছহ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, সিস্টেম যুক্ত হওয়া এবং পরবর্তীকালে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল এর সাথে সংযুক্তি করার জন্য অতিরিকত্ত সময় প্রয়োজন। ছহ্ঞ-ছঞ্চঙ্টছহ সম্পর্কিত সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ও রাজ্য নোডাল অফিসার এর নেতৃত্বে একটি দল জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক এবং গ্ুজ্জঙ্খ, নিউ দিল্লি তে সমস্যা নিরসণের জন্য আলোচনা করেন। এই সমস্যাটি উত্থাপন করে পূর্বের ছহ্ঞ-ঞ্চঢপ্পছ মোডের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য এককালীন ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এপ্রিল, ২০২৫-এ প্রায় ৮৫ শতাংশ জনজাতি ছাত্রছাত্রী (২৮ ১৬৩ জন) পূর্বের ছহ্ঞ-ঞ্চঢপ্পছ মোডের মাধ্যমে স্কলারশিপ পেয়ে গেছেন।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশী কুমার জানান, ১ হাজার ৯৮৩ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপডেট এর সমস্যার জন্য স্কলারশিপ পেতে সমস্যা হচ্ছিল। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর বিশেষ উদ্যোগী হওয়াতে বর্তমানে এই সমস্যা অনেকটা সমাধান হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে স্কলারশিপ প্রদানে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব শাশ্বত সেন এবং সেকশন আধিকারিক অভিজিৎ জমাতিয়া।

অঙ্গন

জাতীয় স্কুল ক্রীড়াকে সামনে রেখে রাজ্য দল গঠনের প্রস্তুতি শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনিবার্য কারণে সকল খেলোয়াররা আজ, বৃহস্পতিবার শিবিরে রিপোর্ট করতে পারেনি। অ্যাথলেটিক্স ও হ্যান্ডবল ইভেন্টে কোচিং আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। বাকি ইভেন্টগুলোর আবাসিক প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করার উদ্যোগ রয়েছে। আসন্ন জাতীয় বিভিন্ন ইভেন্টকে সামনে রেখে রাজ্য দল গঠনের কাজ মূলতঃ আজ থেকে শুরু হয়েছে। ৬৯ তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের। নভেম্বর মাসে জাতীয় আসরের ভলিবল, টেবিল টেনিস, হ্যান্ডবল, সাঁতার, ফুটবল এবং ভারত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। ইভেন্ট ভিত্তিক দুটি ধাপে ১৫ দিন করে আবাসিক প্রস্তুতি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলার লংকামুরা স্কুল মাঠে অনূর্ধ ১৭ ছেলেদের হ্যান্ডবল এবং বাধারঘাট এর সিনথেটিক অ্যাথলেটিক্স গ্রাউন্ডে অনূর্ধ ১৭ অ্যাথলেটিক্সের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়েছে। অনেক খেলোয়াড় আগামীকাল রিপোর্ট করবে বলে সংবাদ সূত্রে খবর রয়েছে। এদিকে, নভেম্বরে রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ ১৭ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার দাবা আসরকে সামনে রেখে রাজ্য দলের বিশেষ প্রস্তুতি শিবির ইতোমধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে। আগামী ২৭ থেকে ৩০ শে নভেম্বর জাতীয় স্কুল দাবা আসর আগরতলায় হচ্ছে। উল্লেখ্য ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশে অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকাদের ভলিবল, ২১ থেকে ২৫ নভেম্বর জম্মুতে অনূর্ধ ১৯ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২৫ থেকে ২৯ নভেম্বর কর্নাটকে ছেলেদের অনূর্ধ ১৭ হ্যান্ডবল, ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে অনূর্ধ ১৭ ভারোত্তোলন, ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ছেলেদের অনূর্ধ ১৪ ও ১৭ বয়স ভিত্তিক সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে।

পর পর দু'ম্যাচে শূন্য, এক দিনের ক্রিকেটে প্রথম ! দর্শকদের 'গুডবাই' কোহলির, গম্ভীরদের হাতে নিজেই অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বিরাট

বিরাট কোহলি করছেন কী? ব্যাট করতে নামছেন আর আউট হয়ে ফিরছেন। ২২৪ দিন পর ফিরে এখনও পর্যন্ত একটি রানও করতে পারেননি। পার্থের পর অ্যাডিলেডেও শূন্য রানে আউট হয়েছেন। অনামী জেভিয়ার বার্টলেটের বল ব্যাটে লাগাতে পারেননি। এক দিনের কেরিয়ারে প্রথম বার পর পর দু'ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছেন কোহলি। তাঁর ব্যাটিং ভয় ধরাচ্ছে। এ রকম ফর্ম নিয়ে কি আর বেশি সুযোগ পাবেন তিনি? নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের হাতে নিজেই অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন কোহলি।

পার্থে নেমে আট বল খেলেছিলেন কোহলি। জশ হেজলউড ও মিচেল স্টার্কের বল সামলাতে পারেননি। পয়েন্ট অঞ্চলে গায়ের জোরে শট মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন। অ্যাডিলেডে হেজলউড, স্টার্ককেও সামলাতে হয়নি। সামনে ছিলেন অনামী জেভিয়ার বার্টলেট। তাঁর প্রথম দু'টি বল ছাড়েন কোহলি। দেখে মনে হচ্ছিল, অফ স্টাম্পের বাইরের বল দেখে খেলার চেষ্টা করছেন। তৃতীয় বল ডিফেন্ড করেন। চতুর্থ বল পিচে পড়ে ভিতরে ঢোকে। বলে ব্যাট লাগাতে পারেননি কোহলি। বল গিয়ে লাগে প্যাডের মাঝে। আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট দেন। রিভিউ নেননি কোহলি। রোহিতের সঙ্গে কথা বলে ফিরে যান। পরে দেখা যায়, বল মিডল স্টাম্পে লাগত।

কোহলি যখন ফিরছেন, তখন অ্যাডিলেডের দর্শকেরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেন। তাঁদের দিকে গ্লাভস তুলে 'গুডবাই' জানান কোহলি। মাথা নিচু করেই মাঠ ছাড়েন তিনি। অ্যাডিলেড কোহলির অন্যতম প্রিয় মাঠ। এই মাঠে ৯৭৫ রান রয়েছে তাঁর। সেখানেই শূন্য রানে আউট হয়ে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়েন কোহলি। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর আর একটিই ইনিংস বাকি। এর পর আর এই দেশে খেলা হবে না। এখন প্রশ্ন হল, এই সিরিজের পর কি আর ভারতের জার্সিতে কোনও দেশেই খেলার সুযোগ পাবেন কোহলি? এখন একটি ফরম্যাটেই খেলেন তিনি। বছরে সবচেয়ে কম এক দিনের ম্যাচ হয়। কোহলি যা খেলছেন, তাতে পরের সিরিজে তাঁর সুযোগ পাওয়া কঠিন। তাঁর হয়ে কথা বলার মানুষের সংখ্যাও এ বার ধীরে ধীরে কমবে। কারণ, যদি তিনি রান করতেন, তা হলে কোহলিকে খেলানোর দাবি বাড়ত। সেটা তো তিনি করতে পারছেন না।

ভারতের কোচ হওয়ার পর থেকে তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন গম্ভীর। শোনা যায়, তাঁর চাপেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত ও কোহলি। এক দিনের ক্রিকেটেও তাঁরা কত দিন খেলবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আগরকর তো অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণার সময়ই বলে দিয়েছেন, রোহিত ও কোহলি ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে নিশ্চিত নন। জায়গা পেতে হলে তাঁদের ধারাবাহিক ভাবে রান পেতে হবে। কোহলি যে ভাবে পর পর ব্যর্থ হচ্ছেন, তাতে গম্ভীরদের বলার জায়গা থাকবে। তাঁরা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, কেন কোহলিকে আর এক দিনের দলে জায়গা দেওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে এক ভাবেই এক দিনের দলে জায়গা ধরে রাখার সুযোগ পেতেন কোহলি। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হত তাঁকে। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, ঘরোয়া ক্রিকেটের দিকে খুব একটা মন নেই। কারণ, আইপিএলের পর থেকে লন্ডনে ছিলেন। সেখানেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ভারতে ফিরেছিলেন। সেখান থেকে দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছেন। তাই এর পরেও তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে কিন্তু কোহলির আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষের জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কোহলি নিজেই অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন গম্ভীর, আগরকরদের হাতে।

সহজ সুযোগ নষ্ট, রোনাল্ডোর দলের বিরুদ্ধে অনবদ্য লড়াই করে হার গোয়ার

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসেননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই গোয়াবাসীর মন খারাপ ছিল। কিন্তু তাঁর দল আল নাসের এফসি গোয়ার মুখোমুখি। তাই ফুটবলারদের উজ্জীবিত করতে ফতোরদা স্টেডিয়ামে ব্যাপক সংখ্যায় হাজির হয়েছিলেন সমর্থকরা। ভিড়ে ঠাসা স্টেডিয়ামে শক্তির বিচারে কয়েক গুণ এগিয়ে থাকা আল নাসেরের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়ে ১-২ গোলে হেরে গেল এফসি গোয়া।

সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্সদের মতো তারকা ফুটবলারদের প্রথম একাদশে না রেখেই দল নামান আল নাসেরের কোচ জর্জে জেসুস। তাঁরা না নামলেও ঝড়ের গতিতে শুরু করে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব। মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে বেশ বেকায়দায় পড়ে গোয়া। ৫ মিনিট গোয়ার বক্সে আয়মান একটি থ্রু বল পান। তার শট ব্লক করেন গোয়ার ডিফেন্ডাররা। এরপর অ্যাঞ্জেলো বাঁ-পায়ের জোরাল শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

তবে প্রথম গোল পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি 'ফারিস নাজদ'দের। ১০ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়ালের গোলে এগিয়ে যায় আল নাসের। দূরপাল্লার শটে একেবারে ক্লিনিকাল ফিনিশ করেন ২০ বছর বয়সি ব্রাজিলীয় তারকা। ২৭ মিনিটে হারুন মুসা কামারার গোলে ব্যবধানও বাড়ে। ২৯ মিনিটে বরিস সিং ডান প্রান্তিক আক্রমণ শানিয়েছিলেন। বক্সে সেন্টারও রাখেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। ৪১ মিনিটে ব্যবধান কমায় গোয়া। মাথা ঠান্ডা রেখে গোল করেন গোয়ার ভূমিপুত্র ব্রাইসন ফার্নান্দেজ। বোরহার কাছ থেকে একটি থ্রু বল পেয়ে ডান পায়ের শটে জাল কাঁপান তিনি। বিরতির সময় স্কোর লাইন ছিল ২-১। গোল পেয়ে পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে নামে গোয়া। এফসি গোয়ার শেষ তৃতীয় গোলে কামারা এবং আয়মান আক্রমণে একত্রিত হন। ৫৩ মিনিটে রেফারির কাছে পেনাল্টির আবেদন জানান কামারা। কর্ণপাত করেননি রেফারি। তবে, আক্রমণের পথ থেকে সরেনি আল নাসের। গোয়ার ডিফেন্সকে পরাস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন তাঁরা। এই সময় রক্ষণে বড় ভূমিকা নেন সন্দেশ ঝিংগান। ৬৬ মিনিটে এফসি গোয়া তিনটি পরিবর্তন আনে। অন্যদিকে, আল নাসরের হয়ে মাঠে নামেন সাদিও মানে এবং জোয়াও ফেলিক্স। দর্শকরা করতালি দিয়ে দুই ফুটবল তারকাকে স্বাগত জানান। এর পরেই ম্যাচের সহজতম সুযোগ হারান বরিস সিং থাংজাম। এর ঠিক পরেই আল নাসের গোলরক্ষককে বেন্টোকে একা পেয়েও বল গোলে ঠেলতে ব্যর্থ হন ২৫ বছর বয়সি গোয়ার এই ফুটবলার। এরপর হাল ছাড়েনি গোয়া। দমে না গিয়ে বাকি সময়টা খেলেন তারা। ৮৬ মিনিটে পরপর তিনটে কর্নার আদায় করে নেয় মানোলো মার্কেজের দল। শেষমেশ কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। ১-২ গোলে হেরে গেলেও গোয়ার এই লড়াই তারিফযোগ্য।

'ভারতীয় দলে সরফরাজের জন্য দরজা বন্ধ! আর কী করে দেখাবে ছেলেটা?' আগরকরকে তুলোধনা অশ্বিনের

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নিশানায় অজিত আগরকর। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলে জায়গা পাননি সরফরাজ খান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে রান করার পরেও ব্রাত্য তিনি। আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না অশ্বিন। তাঁর মতে, দেখে মনে হচ্ছে সরফরাজের জন্য জাতীয় দলের জায়গা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অশ্বিনের প্রশ্ন, নির্বাচকদের চোখে পড়ার জন্য আর কী করতে হবে সরফরাজকে?

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সরফরাজকে নিয়ে আলোচনা করেছেন অশ্বিন। তিনি বলেন, "আমি যখন ভাবলাম, কেন সরফরাজকে নেওয়া হল না, আমি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। ওর জন্য খুব খারাপ লাগছে। আমি যদি নির্বাচক হতাম, তা হলে ওকে ফোন করে কী বলতাম?"

অশ্বিনের মতে, আগরকরদের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাতীয় দলের জন্য সরফরাজের কথা আর ভাবা হচ্ছে না। তিনি বলেন, "ও ওজন কমিয়েছে। রান করেছে। শেষ যে টেস্ট সিরিজ খেলেছে সেখানেও শতরান করেছে। তার পরেও যখন ওকে নেওয়া হচ্ছে না, তখন মনে হচ্ছে নির্বাচকেরা ভাবছেন, ওকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আর নয়।" অশ্বিন আরও বলেন, "আমি সরফরাজ হলে এই সব কথাই ভাবতাম। ওকে ভারত 'এ' দলেও নেওয়া হল না। দেখে মনে হচ্ছে, ওর জন্য জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

ঘরোয়া ক্রিকেটে ৫৬ ম্যাচে ৬৫.১৯ গড়ে রান করেছেন সরফরাজ। শেষ পাঁচ বছরে তাঁর গড় ১১৭.৪৭। শেষ পাঁচ বছরে ২৪৬৭ রান করেছেন তিনি। মেরেছেন ১০টি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান। চোট সারিয়ে ফিরে রঞ্জির শুরুটাও খারাপ করেননি সরফরাজ। দুই ইনিংসে ৪২ ও ৩২ রান করেছেন তিনি। যাতে ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে ফিটনেস সমস্যা না হয় তার জন্য ১৭ কেজি ওজনও কমিয়েছেন। তার পরেও সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি।

সরফরাজের এই ধারাবাহিকতার কথা শোনা গিয়েছে অশ্বিনের মুখেও। তিনি বলেন, "ও আর কী করবে? এখন যদি ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রান করে তা হলে নির্বাচকেরা বলবেন, ও শুধু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার। আর কোথায় গিয়ে ও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবে? নির্বাচকদের এই সিদ্ধান্ত দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওঁরা আর সরফরাজের কথা ভাবছেনই না।'

মাস্টার্স অ্যাথলেটদের প্রস্তুতি জোরকদমে জার্সি প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অধিকাংশ খেলোয়াররাই ১ নভেম্বরে রওয়ানা হবেন। তবে কয়েকজন খেলোয়াড় ২৮ অক্টোবর আগরতলা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২৩ তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ কেরালায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ৫-৯ নভেম্বর কেরালায় হবে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে ভারতীয় দলের হয়ে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরার ১৬ জন অ্যাথলেট। প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ মাঠে নিজ নিজ ইভেন্টে ভালো পারফরমেন্সের লক্ষ্যে প্রতিদিন দুই বেলা অনুশীলন করছেন। এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১ নভেম্বর রাজ্য দল কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আসরে ভালো ফলাফলের জন্য রওয়ানার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অনুশীলন করবেন। জাতীয় স্তরে বরাবরই রাজ্যের মাস্টার্স আথলেটরা ভালো ফলাফল করেন। আন্তর্জাতিক আসরেও আজ্যের আথলেটরা সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আসন্ন এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটেও রাজ্যের অ্যাথলেটরা ভালো ফলাফল করবেন বলে ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশাবাদী। আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায় রাজধানী আগরতলায় এক অভিজাত হোটেলে অ্যাথলেটদের রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে জার্সি প্রদান এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হবে।

ত্রিপুরার পাঁচ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ভারতীয় দলের হয়ে এবারকার এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁরা হলেন জবা পাল দত্ত, গায়েত্রী মজুমদার, চন্দনা দাস সাহা, দেবী রানী দাস, শেফালী বর্ধন, মিতালি দেবনাথ, কবিতা দাস, সবিতা দাস, শাহানারা বেগম, স্বপ্না পাল ও পূর্ণিমা দাস। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন অ্যাথলেট রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছেন।

কঠিন পিচে লড়াকু ইনিংস, অ্যাডিলেডে নজর কাড়লেন রোহিত, গড়লেন নজিরও

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ তাঁর জন্য অগ্নিপরীক্ষা। বলা ভালো, কেরিয়ার বাঁচানোর লড়াই। সদ্য ওয়ানডে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন। দলে তাঁর জায়গা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। সেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে ঘুরে দাঁড়ালেন রোহিত শর্মা। পারথে ব্যর্থতার পর অ্যাডিলেডে ৭৩ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেন তিনি। সেই সঙ্গে গড়লেন নজির। প্রথম ব্যাটার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াইয়ে হাজার রানের মালিক হলেন রোহিত।

এমনিতে অ্যাডিলেডের পিচ ব্যাটিং সহায়ক। কিন্তু সমস্যা হল আবহাওয়া। গত দু'দিন অ্যাডিলেডে আকাশ মেঘলা ছিল, বৃষ্টিও হয়েছে। ফলে পিচে ময়েশ্চার জমেছিল ভালোই। যা রীতিমতো ভয়ংকর করে তোলে মিচেল স্টার্ক এবং জশ হ্যাজেলউডকে। বিশেষ করে হ্যাজেলউডকে খেলা একপ্রকার অসম্ভব মনে হচ্ছিল। প্রথম দু'ওভারে হ্যাজেলউডের বলে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি রোহিত। বারবার মিস করেছেন, একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাচ, এলবিডাব্লুইউ থেকে বেঁচেছেন। কিন্তু এসবের মধ্যে ধৈর্য হারাননি রোহিত। ধৈর্য ধরে কঠিন সময় পেরিয়েছেন।

হরিয়ানাকে হালকা ভাবে নিতে নারাজ মনিশঙ্করের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা রঞ্জি দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হরিয়ানার ক্রিকেটাররা ঘরের মাঠে খেলবে। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা। প্রথম ম্যাচে ৯৬ রানের ব্যবধানে রেলওয়েজ কে হারিয়ে মনোবল অনেকটা তুঙ্গে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করারও সুযোগ পেয়েছে। খেলা ২৫ অক্টোবর থেকে। রোহতকের লাহিল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে। চৌধুরী বংশী লাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ও হরিয়ানার রঞ্জি ম্যাচ আগামী ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর। দিল্লির পালামে গত ১৫ থেকে ১৮ অক্টোবর প্রথম ম্যাচের শেষে লাগাতর ৪ দিন নিজেদের মধ্যে কিছুটা প্র্যাক্টিস সেরে বুধবার, হরিয়ানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে লাহিলে পৌঁছেছে। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে সম্মিলিতভাবে পুরো টিম সেখানে অনুশীলন করছে। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংস সহ ২০ রানে পরাজয় ত্রিপুরা দলকে অনেকটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। এখন, খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর। এদিকে হরিয়ানা সুরাটে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে রেলওয়েজের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় ১২৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানা ২০৫ সংগ্রহ করলে জবাবে ১৫২ রানের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রাজ্য রঞ্জি দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং এবং ডেপুটির ভূমিকায় শ্রীদাম পাল। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা হলেন: বিক্রম কুমার দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, হনুমা বিহারী, রজত দে, বাবুল দে, নিরুপম সেন, ভিকি সাহা, পারভেজ সুলতান, বিজয় শংকর, শঙ্কর পাল, বিক্রম দেবনাথ, স্বপ্নীল সিং, শুভম ঘোষ, অভিজিৎ সরকার, রানা দত্ত, অজয় সরকার, অর্জুন দেবনাথ। প্রধান কোচ পি ভি শশীকান্ত, সহকারী কোচ দেবব্রত চৌধুরী ও অনিরুদ্ধ সাহা। এছাড়া, আরো সাতজন রয়েছেন সাপোর্ট পার্সোনেল হিসেবে।

ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ন'বছরে সবচেয়ে খারাপ জায়গায় ভারত, শীর্ষে কারা? অনূর্ধ-১৭ মেয়েরা এশিয়ান কাপে

এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে আগেই। এ বার ফিফা র্যাঙ্কিংয়েও নীচে নেমে গেল ভারতের ফুটবল দল। গত ৯ বছরে এটাই তাদের সবচেয়ে খারাপ র্যাঙ্কিং। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে স্পেন। এ দিকে, ছেলেরা না পারলেও অনূর্ধ-১৭ মেয়েরা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

শুক্রবার ফিফার র্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভারত দু'ধাপ নেমে রয়েছে ১৩৬-এ। শেষ বার ২০১৬-য় ১৩৭-এ নেমে গিয়েছিল। মাঝের এই ৯ বছরে কখনও এত নীচে নামেনি তারা। ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ৯৪তম স্থানে উঠেছিল ভারত। সেটাই এখনও পর্যন্ত তাদের সেরা র্যাঙ্কিং। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে র্যাঙ্কিংয়ে নীচে থাকা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১ ড্র করে ভারত। ঘরের মাঠে হেরে যায় ১-২ গোলে। সে দিনই তাদের এশিয়ান কাপে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায়। পরের দু'টি ম্যাচে হংকং এবং বাংলাদেশকে হারালেও আর সম্ভাবনা নেই।

ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান ধরে রেখেছে স্পেন।

তবে উল্লেখযোগ্য হল প্রথম দশে জার্মানির ফিরে আসা। ফলে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাছাই দল হিসাবে থাকবে তারা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পর পর লুক্সেমবার্গ এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারানোয় র্যাঙ্কিংয়ে উত্থান হয়েছে জার্মানির। চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে হারায় ১১-য় নেমে গিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।

স্পেনের পর রয়েছে আর্জেন্টিনা। এর পর যথাক্রমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, বেলজিয়াম এবং ইটালি রয়েছে।

এ দিকে, মেয়েদের অনূর্ধ-১৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পিছিয়ে পড়েও জিতল ভারতের মেয়েরা। শুক্রবার উজবেকিস্তানকে অ্যাওয়ে ম্যাচে হারিয়েছে ২-১ গোলে। শাখজোদা আলিখোনোভার গোলে ৩৮ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল উজবেকিস্তান। বিরতির পর ভারতের কোচ জোয়াকিম আলেকজান্ডারসন নামান থান্ডামণি বাস্কেকে। সে ৫৫ মিনিটে সমতা ফেরান। ৬৬ মিনিটে অনুষ্কা কুমারির গোলের পিছনেও পাস দিয়েছে বাস্কে। গ্রুপ জি-তে ছ'পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শেষ করেছে ভারত। পরের বছর এশিয়ান কাপ হবে চিনে। ভারত প্রথম বার যোগ্যতা অর্জন করল।

ভারতের ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস! জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক নিশ্চিত ১৬ বছরের তনভির

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস ভারতের তনভি শর্মার। জুনিয়র বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে গত ১৭ বছরে প্রথম ভারতীয় হিসাবে পদক নিশ্চিত করল তনভি।

১৬ বছরের এই ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিছিয়ে পড়েও সেমিফাইনালে উঠেছে। ফলে তনভির ইতিহাস রচনার পর্ব এখনও শেষ হয়ে যায়নি। নিশ্চিত ব্রোঞ্জ পদক সোনা বা রুপোয় পরিবর্তিত হতেই পারে।

গুয়াহাটির ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তনভি জাপানের সাকি মাতসুমোতোকে ১৩-১৫, ১৫-৯, ১৫-১০ ফলে হারায়। ৪৭ মিনিটের কোয়ার্টার ফাইনালে তনভির ক্রস কোর্ট স্লাইস ছিল দেখার মতো। মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ বের করে সে।

শেষ ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ভারতীয়দের মধ্যে পদক জেতার নজির রয়েছে সাইনা নেওহালের।

২০০৮ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাইনা। ২০০৬ সালে রুপোও জিতেছিলেন তিনি। বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ভারতীয়দের মধ্যে পদক জেতার নজির রয়েছে অপর্ণা পোপাটের। ১৯৯৬ সালে রুপো জিতেছিলেন অপর্ণা। এবার তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে পদক নিশ্চিত করল তনভি।

শীর্ষ বাছাই তনভি ম্যাচের পর বলে, "মাতসুমোতোর বিরুদ্ধে ম্যাচটা কঠিন ছিল। ও খেলাটা মন্থর করে দিচ্ছিল।

আমি জানতাম আমাকে আক্রমণাত্মক খেলতে হবে। পদক নিশ্চিত করতে পেরে আমি খুশি।"

সেমিফাইনালে তনভিকে খেলতে হবে চিনের লিউ সি ইয়ার বিরুদ্ধে। কোর্য়াটার ফাইনালে ইয়া শ্রীলঙ্কার রনিথমা লিয়ানাগেকে ১৫-৯, ১৫-৬ গেমে হারায়।

শুভমনের জন্য তাঁর টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বও না যায়! ভয়ে আছেন, বলেই দিলেন সূর্যকুমার

ভয় পাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। শুভমন গিলের জন্য। এক দিনের ক্রিকেট এবং টেস্টে শুভমন ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক তিনি। সূর্য স্বীকার করে নিয়েছেন, শুভমনের জন্য এখন টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব হারানোর ভয় পাচ্ছেন তিনি। ইংরাজি দৈনিক 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর এক অনুষ্ঠানে সূর্য এই কথা বলেন। তাঁর আশঙ্কা, টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব না চলে যায়। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেন, এই ভয় তাঁকে আরও ভাল খেলার জন্য অনুপ্রাণিত করে। জানান, শুভমনের উন্নতিতে তিনি খুশি। শুভমনের অধিনায়ক হওয়া নিয়ে সূর্য বলেন, "মিথ্যা বলব না, আমি ভীত। ওর জন্য দলের সবাই একটা ভয় অনুভব করে। কিন্তু, এই ভয়টাই অনুপ্রাণিত করে।" এর পর সূর্য বলেন, "মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমার আর ওর মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। আমি জানি ও কেমন ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসাবেই বা কেমন। তাই এটা (শুভমনের অধিনায়ক হওয়া) আমাকে ভাল খেলতে উৎসাহিত করে। ও যে দুটো ফরম্যাটে অধিনায়ক হয়েছে, তার জন্য আমি খুশি।" এই বছরের শুরুতে রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর শুভমানকে ভারতের লাল বলের ক্রিকেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অধিনায়ক শুভমনের প্রথম পরীক্ষা ছিল ইংল্যান্ডে।

সেখানে ব্যাট হতে এবং নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সফল। কোচ গৌতম গম্ভীরও কিছু দিন আগেই বলেছিলেন, ইংল্যান্ড সফরটাই শুভমনের কঠিনতম পরীক্ষা ছিল। সেখানে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। এর পর এই মাসের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের দল ঘোষণা করা হয়। সেখানে রোহিত শর্মা দলে থাকলেও তাঁর জায়গায় শুভমনকে এক দিনের দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ভারতে চলে এল সৌদির ক্লাব আল নাসের, এলেন না রোনাল্ডো

আগামী ২২ অক্টোবর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচ রয়েছে আল নাসেরের। সেই ম্যাচ খেলতে সোমবার রাতেই গোয়ায় চলে এসেছে গোটা দল। সেই দলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নেই। তিনি যে থাকবেন না সেই সম্ভাবনাই ছিল বেশি। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হল।

সৌদি আরবের ক্রীড়া সংবাদপত্র 'আল রিয়াধিয়া' আগেই জানিয়েছিল, গোয়া ম্যাচে রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। ফলে ভারত সফরগামী বিমানে তিনি থাকবেন না। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ কথা না জানানোয় রোনাল্ডো-ভক্তদের আশা ছিল। গোয়ার তরফে বহু বার আল নাসেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে রোনাল্ডো ম্যাচটি খেলেন। সেই অনুরোধে কান দেওয়া হল না। এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ দু'টি ম্যাচ খেলেছে আল নাসের। কোনওটিতেই খেলেননি রোনাল্ডো।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ধর্মনগরে দুষ্কৃতকারীর হামলায় বিদ্যুৎ আধিকারিক আহত

ধর্মনগর, ২৩ অক্টোবর: দীপাবলির আলোর উৎসবে যখন ধর্মনগর মেতে উঠেছে আনন্দে, তখন উৎসবের মধ্যেই অন্ধকার নামিয়ে আনলো এক বর্বরোচিত ঘটনা। বুধবার গভীর রাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখতে নিরলসভাবে কাজ করতে থাকা ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড -এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের উপর দুষ্কৃতকারীর অতর্কিত হামলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র রাজ্যে।

জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় বারোটা নাগাদ ধর্মনগর ১ নম্বর বিদ্যুৎ উপবিভাগের অন্তর্গত নয়াপাড়া রোডের 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর পূজা প্যান্ডেলের সামনে বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত জরুরি কাজ করছিলেন নিগমের আধিকারিক এবং কর্মীরা। ঠিক সেই সময়ে এক দুষ্কৃতকারী বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ এক আধিকারিক এর উপর উপর হামলা চালায়। উপস্থিত কর্মীরা মুহূর্তের মধ্যে হতবাক হয়ে পড়েন। পরে দুষ্কৃতকারী পালিয়ে গেলে আহত আধিকারিককে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঔষধপত্র দিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হলেও, এই ঘটনার পর নিগমের কর্মীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ধর্মনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

নিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, উৎসবের মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখতে যেভাবে কর্মীরা দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করছেন, সেই অবস্থায় এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনায় সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। বিদ্যুৎ কর্মীরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেনযদি ময়দানে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের উপর হামলার আশঙ্কা থেকে যায়, তাহলে তারা কীভাবে পরিষেবা বজায় রাখবেন? নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশে বিদ্যুৎ কর্মীরা যদি পিছিয়ে যান, তাহলে পরিষেবা ব্যাহত হলে দায়ী কে থাকবে?

উল্লেখ্য, অতীতেও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতেও বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে, কিন্তু পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছেবিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখতে আমাদের কর্মীরা উৎসবের দিনেও পরিবারের থেকে দূরে থেকে মাঠে কাজ করছেন। তাঁদের উপর হামলা মানে জনগণের স্বার্থে আঘাত। আমরা প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আহ্বান জানাই, বিদ্যুৎ কর্মীদের পাশে থাকুন, তাঁদের কাজে সহযোগিতা করুন। এই উৎসবের আলো যেন কাউকে অন্ধকারে না ঠেলে দেয়। যেভাবে ধর্মনগরে ঘটনাটি ঘটেছে, তা শুধু এক কর্মকর্তার উপর আঘাত নয়এটি রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো রক্ষায় নিযুক্ত প্রতিটি কর্মীর নিরাপত্তার প্রশ্ন। প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জনগণের আশা, দোষীরা দ্রুত চিহ্নিত হবে এবং কঠোর শাস্তি পাবে। একটা বিষয় পরিষ্কারবিদ্যুৎ পরিষেবা নিঃশব্দে চললেও, এর পেছনে যে শ্রম, ত্যাগ আর ঝুঁকি আছে, তা প্রায়শই লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে। দীপাবলির আলো জ্বালিয়ে যারা অন্যের ঘরে আনন্দ ছড়ায়, আজ তাদেরই পাশে দাঁড়ানোর সময়, আবেদন বিদ্যুৎ কর্মীদের।

স্বামীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এরপরই নিখোঁজ গৃহবধূ

বিশালগড়, ২৩ অক্টোবর: স্বামীর সঙ্গে সামান্য গৃহস্থালি বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেছেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানার অন্তর্গত চাম্পামুড়া এলাকায়। নিখোঁজ মহিলার নাম চম্পা সূত্রধর লস্কর(৩০)। স্বামীর নাম বাদল লস্কর। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রায় দশ দিন আগে সন্ধ্যার সময় ডিম রান্না নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য কথাকাটাকাটি হয়। রাগের মাথায় চম্পা সূত্রধর লস্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান।

প্রথমে বাদল লস্কর ভেবেছিলেন, স্ত্রী হয়তো পার্শ্ববর্তী কারও বাড়িতে গিয়েছেন। কিন্তু রাত পেরিয়ে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এরপর স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন মিলে নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো হদিস মেলেনি।

শেষ পর্যন্ত বাদল লস্কর বিশালগড় থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তবে অভিযোগ, ঘটনার দশ দিন অতিক্রান্ত হলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ গৃহবধূর কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। তিনি পুলিশের কাছে দ্রুত তৎপরতা বাড়ানোর এবং নিখোঁজ চম্পা সূত্রধর লস্করকে খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন।

রামরাইবাড়ি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর: শান্তিরবাজারের রামরাইবাড়ি হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে উত্তাল হলো বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি। এসএফআই (স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া) ও টিএসইউ (ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন)-এর উদ্যোগে আগরতলার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম ছাত্র সংগঠনগুলির নেতারা এদিনের মিছিল থেকে পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘটনায় যুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন।

উল্লেখ্য, বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমার রামরাইবাড়ি হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধে বসে। অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে চলা এই আন্দোলনের উপরেই পুলিশ আকস্মিক লাঠিচার্জ চালায়। এতে প্রায় ১২ জন ছাত্রছাত্রী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে এসএফআই ও টিএসইউ-র রাজ্য নেতৃত্ব বলেন, "ছাত্রদের ন্যায্য দাবির উপর পুলিশি হামলা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দোষীদের শাস্তির দাবি করছি।"

মিছিলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রামরাইবাড়ি ঘটনার বিচার না হলে তারা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে টোবাকো ফ্রি ইয়ুথ ক্যাম্পেইন-৩.০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী সহ আমজনতাকে তামাক সেবন থেকে সচেতন করার লক্ষ্যে গত ৯ অক্টোবর থেকে সমগ্র রাজ্যে টোবাকো ফ্রি ইয়ুথ ক্যাম্পেইন-৩.০ শুরু হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (ত্রিপুরা) উদ্যোগে এই প্রচারাভিযান ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই প্রচারাভিযানকে আরও তেজী করার লক্ষ্যে আজ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে রাজ্যভিত্তিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্টেট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য সচিব ডা. নূপুর দেববর্মা বলেন, গত ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এবছর এই তামাক সেবন থেকে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ৪০টি করে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবিষয়ে ১০০ শতাংশ তামাক মুক্ত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতি জেলার ৫০ শতাংশ ভিলেজকে তামাক মুক্ত ভিলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হবে। পুলিশি অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরক্ষা প্রশাসনকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে মাদকদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করার প্রতি নজর দেবার অনুরোধ জানান। তিনি এলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথনাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানান। আরক্ষা প্রশাসনের ডেপুটি এসপি তাপস ভৌমিক জানান, জনগণকে সচেতন করতে প্রয়াস প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদক বিরোধী অভিযানের জন্য প্রতি জেলায় এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা এইচ পি শর্মা জানান, মাদক সেবন থেকে জনগণকে সচেতন করতে দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় বলেন, যুবক ও যুবতীদের তামাক সেবন থেকে বিরত রাখতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর "খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা" প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের অতিরিক্ত সিইও সুব্রত মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. নির্মল সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. সৌভিক দেববর্মা, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রূপক দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডি হালাম, তথ্য ও সংস্কৃতি, এসসিইআরটি, শিক্ষা, এনটিসিপি, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের আধিকারিকগণ। আলোচনা শুরুর আগে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পক্ষ থেকে তামাক বিরোধী অভিযানের বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। সভায় আলোচনার সূচনা করেন স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার (এনপিএনসিডি) ডা. অভিজিৎ দাস।

সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় বার্ধক্যজনিত কারণে মেঘলা চিতার মৃত্যু

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: সিপাহীজলা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের চিড়িয়াখানায় আবারও এক মেঘলা চিতার মৃত্যু হয়েছে। চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গেছে, মৃত চিতার বয়স প্রায় ১৬ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

চিড়িয়াখানার সিবিসি বা প্রজনন কেন্দ্রে এই মেঘলা চিতাটির মৃত্যু ঘটে। সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার অধিকর্তা সিদ্ধার্থ দেববর্মা জানান, সাধারণত মেঘলা চিতার গড় আয়ুষ্কাল প্রায় ১২ বছর হয়ে থাকে। কিন্তু মৃত চিতাটি ১৬ বছর বয়সে পা রাখায় বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়, যার ফলেই তার মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত, প্রায় ২০-২৫ দিন আগে একই কেন্দ্রে আরেকটি মেঘলা চিতার মৃত্যু হয়েছিল রক্তাল্পতার কারণে। পরপর দুটি মেঘলা চিতার মৃত্যুতে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এবং পর্যটকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অধিকর্তা সিদ্ধার্থ দেববর্মা জানান, মৃত চিতাটির মৃতদেহ পশুচিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্রে থাকা অন্যান্য মেঘলা চিতাগুলির শারীরিক অবস্থাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বহিরাজ্য থেকে শুকর আনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: শূকরের সংক্রামক রোগের কারণে শূকর পালকদের ক্ষতি প্রতিরোধে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পরবর্তী আদেশ জারি হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের বাইরে থেকে রাজ্যে বা রাজ্যের মধ্য দিয়ে শূকর পরিবহণ করা যাবে না। রাজ্যের বাইরে থেকে কোন শূকর নিয়ে আসতে হলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে আগাম অনুমোদন নিতে হবে। রাজ্যের প্রবেশ দ্বারে রেল/সড়ক পথে আনা কনসাইন্টমেন্টকে একমাত্র ট্রান্সপোর্টেশন অব অ্যানিম্যালস রুলস ২০০১-এর ৯৬নং রুল অনুসরণ করেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পশু চিকিৎসকগণ শূকরের স্বাস্থ্য ও ভ্যাকসিনেশন দেখেই অনুমোদন দেবেন। প্রবেশদ্বারে পৌঁছানোর কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে দপ্তরের অধিকর্তাকে এব্যাপারে জানাতে হবে। বাণিজ্যিক কারণে আনা কোন শূকরকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাছাড়া আদেশ অনুযায়ী প্রবেশদ্বারে পশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সমস্ত ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিবহণকারীকে বহন করতে হবে এবং যদি কোন শূকর অসুস্থ বলে চিহ্নিত হয় তাহলে সরকারি নিয়ম মেনে সেটিকে রাজ্য থেকে উপযুক্ত ভাবে সরিয়ে ফেলার দায়িত্বও সেই পরিবহণকারীর থাকবে।

রাজ্য সফরে গোয়ার রাজ্যপাল, পরিদর্শন করলেন সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: রাজ্য সফরে এসে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করলেন গোয়ার রাজ্যপাল পশুপতি অশোক গণপতি রাজু এবং তাঁর স্ত্রী। আজ সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার সমস্ত পশুপাখি ও এনক্লোজারগুলি পর্যবেক্ষণ করেন রাজ্যপাল।

সস্ত্রিক রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিংকি সাহা, চিড়িয়াখানা অধিকর্তা সিদ্ধার্থ দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলা ফরেস্ট অফিসার অতনু চক্রবর্তী, সিপাহীজলা ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন নিরঞ্জন দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর, বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ সিন্থিয়া, বিশালগড় ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস এবং চিড়িয়াখানা কিউরেটর প্রাণতোষ দাস।পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল পশুপাখিদের সুষ্ঠু পরিচর্যা এবং চিড়িয়াখানার উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জঙ্গলে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে চলমান প্রচেষ্টাগুলির প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের জন্য সমর্থন প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই পরিদর্শন রাজ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পর্যটন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখাচ্ছে।

জনজাতি উন্নয়নে মোদি সরকারের ভূমিকা অনন্য: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সময়েই প্রকৃত সম্মান পাচ্ছেন জনজাতিরা। যেই বনধ ডাকুক না কেন, কর্মনাশা বনধ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।ত্রিপুরায় সিভিল সোসাইটির ডাকা ২৪ ঘণ্টার বনধ প্রসঙ্গে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার দেশ শাসন করেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো কেউই জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবেননি।

বিজেপি সরকারের আমলেই জনজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জলসহ মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ৩৫ বছরের বাম আমলে জনজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যত কিছুই করা হয়নি। বিজেপি সরকারই প্রথম জনজাতি সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করেছে।

তিনি আরো বলেন, সরকার ভগবান নয়, দীর্ঘ বছর ধরে যে সমস্যা চলে আসছে সেটি আঠারো মাসে সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই সরকারকে সময় দিতে হবে। তবেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। পাশাপাশি তিনি বর্তমান বিজেপি সরকারের সময়কালে রাজ্যে জনজাতিদের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সর্বদিকেই জনজাতিদের উন্নয়ন হচ্ছে।

জিবিপি হাসপাতালে নাম-ঠিকানাহীন বৃদ্ধ মানুষের সেবা-যত্নে মানবিকতার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাও জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে নিরলসভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছেন তাতে প্রতিদিন অসংখ্য রোগী রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছেন। সম্প্রতি জিবিপি হাসপাতালে ৯২ বৎসর বয়স্ক একজন রোগীকে যেভাবে স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছেন ও যত্ন নিচ্ছেন তাতে এই অজ্ঞাত ও অজানা বৃদ্ধ মানুষটি আরোগ্যের পথে। দীর্ঘ দুই মাস ধরে জিবি হাসপাতালের নিউ অর্থোপেডিক্স পুরুষ ওয়ার্ডে ১২ নম্বর বেডএ ভর্তি আছেন তিনি। এই

বৃদ্ধ মানুষটির একটি পায়ের অর্ধেকটা কাটা গেছে। তিনি কথা বলতে পারেন না, ভালো করে চোখে দেখতে পান না, শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরে, চোখেমুখে বেঁচে থাকার আকুতি। দু-''মাস ধরে এই বৃদ্ধ মানুষটির পরিবার পরিজন বা নিকটআত্মীয় কেউ খোঁজ করেন নি। নামহীন, ঠিকানাহীন এই বৃদ্ধের আপনজন বলতে যখন কেউ নেই, তখন জিবিপি হাসপাতালের সুলভ কর্মীরাই এখন উনার আপনজন হযে নিরলসভাবে সমস্ত রকম সেবাযত্ন করে চলেছেন-। জ্যোতি সরকার, জুলেখা বেগম, রূপা মজুমদার ও প্রতিভা ভৌমিক এর মতো হাসপাতালের সুলভ কর্মীরা নিজেদের শিফট অনুযায়ী এই বৃদ্ধ মানুষটিকে সেবা যত্ন করে চলেছেন। বৃদ্ধ মানুষটিকে খাবার খাইয়ে দেওয়া, শরীর মুছিয়ে দেওয়া, হাগিস পাল্টানো, প্রয়োজন মত শরীরকে এপাশ ওপাশ করে দেওয়া, পানীয় জল ও ওষুধ খাইয়ে দেওয়া সহ অন্যান্য কাজে নিরন্তর ভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

এছাড়াও জিবিদি হাসপাতালে মানবিকতার টালে অনেক মানুষ এই বৃদ্ধকে প্রতিদিন বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার এনে খাইয়ে দিচ্ছেন ও প্রত্যেকদিন খোঁজখবরও রাখছেন। রক্তের সম্পর্কের কেউ আপন না হলেও সকলেই এখন এই মানুষটির আপনজন হয়ে উঠেছে। সবাই প্রার্থনা করছেন উনি যেন ভালভাবে বেঁচে থাকেন, আর ততদিন হাসপাতালের সুলভ কর্মীরাই তাঁকে অন্তত পক্ষে সামান্য সযত্নে রাখার জন্য শপথ নিয়েছেন।

গত ২২ অক্টোবর ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাও জিবিপি হাসপাতালে ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী ও ডেপুটি ডাইরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গিডিয়ান মলসম জিবিপি হাসপাতালের সুলভ কর্মীদের এই ধরনের মানবিক সেবামূলক কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।

'মানুষ মানুষের জন্য', এই বিশ্বাসকে অঁকড়ে টানা দু''মাস ধরে বৃদ্ধ মানুষটিকে জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স এবং সুলভ কর্মীরা সকলে মিলে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবতা এখনও বেঁচে আছে, আর বেঁচে আছে বলেই নামঠিকানাহীন এই বৃদ্ধ মানুষটির আপনজন হয়ে উঠেছে জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স ও সুলভ কর্মীরা।

লুধিয়ানায় বাড়িতে আতশবাজি বিস্ফোরণে ২৪ জন গুরুতর আহত, শিশুদের সংখ্যা ১০

চণ্ডীগড়, ২৩ অক্টোবর : পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে বৃহস্পতিবার একটি বাড়িতে সঞ্চিত আতশবাজি আচমকাই আগুন ধরে যাওয়ায় ২৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১০ জন শিশু।

বিস্ফোরণের ফলে বাড়ির ভেতরে থাকা মানুষদের মধ্যে ভয়াবহ অশান্তি সৃষ্টি হয়। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অর্ধডজনের বেশি ফায়ার ব্রিগেডের যানবাহন আগুন নেভাতে ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় প্রশাসন আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, এবং আহতদের মধ্যে শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালকে জাতীয় গুণগতমান নিশ্চয়তা মানদণ্ড''র নিরিখে জাতীয় স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ অক্টোবর: বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ডর নিরিখে জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল-এ তিন জনের জাতীয় মূল্যায়নকারীর একটি দল কর্তৃক জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড (গুক্তৈজ্ছ)-এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই মূল্যায়নকারীদলকে ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক মনোনীত করেছে।

এই সময়কালে হাসপাতালের পরিষেবা প্রদান পদ্ধতি, অবকাঠামো, রোগী সুরক্ষা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, ও অন্যান্য গুণগত মানসমূহ জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড চেকলিস্ট অনুসারে বিস্তারিতভাবে যাচাই ও পর্যালোচনা করা হয়।

২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ফলাফলে জানা যায় যে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল এ জাতীয় পর্যায়ের মানদণ্ডে ৮৮ ৩৫ু স্কোর অর্জন করে জাতীয় স্বীকৃতি লাভকরেছে। এটি আমাদের রাজ্যের প্রথম মহকুমা হাসপাতাল, যা সম্পূর্ণ জাতীয় মানদণ্ড অনুসারে জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবাধানে নবম বাৎসরিক রাস উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ অক্টোবর: বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত, কলসি মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবা ধাম আশ্রমটি। উক্ত রাধাগোবিন্দ সেবা দামে, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাস উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই বছর নিয়ে নয় বৎসরে উৎসব পদার্পণ করতে চলেছে। উৎসব পরিচালনায় মেইন কমিটি এবং শাখা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তিনদিনব্যাপী ভাগবত পাঠ করবেন সুদুর কলকাতা থেকে আগত স্বনামধন্য তথ্য সম্রাট শ্রী দেবনারায়ণ পাল।

২৫ অক্টোবর আগরতলা পুরনিগমের শারদ সম্মান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: আগামী ২৫ অক্টোবর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগরতলা পুরনিগমের শারদ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এবছর ২১টি ক্লাবকে বিভিন্ন বিভাগে শারদ সম্মান প্রদান করা হবে।

আজ আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ৪টি জোনে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ ক্লাবগুলিকে শারদ সম্মান প্রদান করা হবে। এছাড়াও থাকবে সেরার সেরা পুরস্কার।

এবছর সেন্ট্রাল জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে সূর্য তোরণ ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মন্ডপের জন্য নেতাজী প্লে ফ্লোরাম সেন্টার, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য নবদিগন্ত ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। সাউথ জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে উদীয়মান সংঘকে, শ্রেষ্ঠ মন্ডপের জন্য মিলনচক্র ক্লাব, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য আপনজন ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য ভারত মাতা সংঘকে পুরস্কৃত করা হবে। পূর্ব জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মন্ডপের জন্য রামঠাকুর সংঘ, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য শিবনগর মর্ডাণ ক্লাব আমরা তরুণ দল এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য শতদল সংঘকে পুরস্কৃত করা হবে। উত্তর জোনের শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে এলবার্ট ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মন্ডপের জন্য শান্তিকামী সংঘ, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য নিউস্টার ক্লাব এবং শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য মহান ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেকটি ক্লাবকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি এবং ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হবে। এছাড়াও ৫টি ক্লাবকে বিভিন্ন বিভাগে সেরার সেরা পুরস্কার প্রদান করা হবে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিমার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবকে, শ্রেষ্ঠ মন্ডপের জন্য কুঞ্জবন স্পোর্টিং ক্লাব, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, শ্রেষ্ঠ থিমের জন্য কসমোপলিটন ক্লাব এবং মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত শ্রেষ্ঠ পুজা হিসেবে শিবনগর মহিলা পূজা কমিটিকে পুরস্কৃত করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাবকে একটি সুদৃশ্য ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্য কর্পোরেটরগণ।

বিশেষ নিবিড় সংশোধন(এসআইআর) প্রস্তুতি নিয়ে ইসিআই-এর দুইদিনের সিইও সম্মেলন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর দুই দিনের রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) সম্মেলন আজ নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল ম্যানেজমেন্ট (আইআইআইডিইএম)-এ সমাপ্ত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, এবং উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশি। দেশের সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সিইওদের নিজ নিজ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশনের সিনিয়র আধিকারিকদের পক্ষ থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সিইওদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলিরও সমাধান করা হয়। সম্মেলনে কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বর্তমান ভোটার তালিকার সঙ্গে গত এসআইআর-এর ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। তাছাড়া কমিশন আসাম, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের সিইওদের সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করেন। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas